রাঁচি, বুধবার

06:12:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

ঘরে-বাইরে 7 গাজার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর... | ঝাড়খন্ড 5 নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে.. | সম্পাদকীয় 4 যুদ্ধ, সংঘাত বাড়লেও . | দক্ষিণ ভারতে ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম...

04

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page » 8 Rate » 3 Rupee » Year » 04 Vol »057 »19 Ograhyon 1430 » epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা » ০৮ মূল্য » ৩ টাকা বর্ষ » ০৪ অংক » ০৫৭ » « ১৯শে, অগ্রহায়ণ ১৪৩০»

ব্রিটেন অভিবাসনপ্রত্যাশীদের রুয়ান্ডা পাঠানোর পরিকল্পনায় অটল

রুয়ান্ডাঃ যুক্তরাজ্যে আশ্রয়প্রার্থী অভিবাসনপ্রত্যাশীদের রুয়ান্ডা পাঠানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ব্রিটেন। রুয়ান্ডার ব্যবস্থাতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে ব্রিটিশদের উদ্বেগ দূর করতে সে দেশের আদালতে ব্রিটিশ আইনজীবীদের বহাল রাখবে যুক্তরাজ্য। ব্রিটেনের সুপ্রিম কোর্ট ইতোমধ্যেই রায় দিয়েছে, অভিবাসনপ্রত্যাশীদের পূর্ব আফ্রিকার দেশে পাঠাতে আগের সরকারের পরিকল্পনা অবৈধ। তবে রুয়ান্ডা পরিকল্পনা প্রয়োগ করতে নতুন পথ খোঁজার চেষ্টা করে চলেছেন বেশ কিছু রাজনীতিক। সানডে টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে এই সপ্তাহে রুয়ান্ডা যাবার কথা রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলির। এই চুক্তি মোতাবেক রুয়ান্ডা আরও এক কোটি ৫০ লাখ ইউরো পাবে যাতে তারা আশ্রয়প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সক্ষমতা বাড়াতে পারে। রুয়ান্ডা আশ্রয় পরিকল্পনার জন্য ইতোমধ্যেই ব্রিটেনের থেকে ১৪ কোটি ইউরো পেয়েছে। এই পরিকল্পনা ২০২০ সাল থেকে কার্যকর করার কথা ছিল। তবে, এটি শুরু হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে আইনি জটিলতায় তা স্থগিত হয়ে যায়। নভেম্বরে মানবাধিকার সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণে এই পরিকল্পনা বন্ধ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। গত মাসের রায়ের পর ব্রিটিশ সরকার তাদের রুয়ান্ডা পরিকল্পনায় অটল রয়েছে এবং বলেছে, আফ্রিকার ওই দেশের সঙ্গে তারা একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করার চেষ্টা করবে।

বাজার দর

SENSEX : 69296.14 +431.02
NIFTY : 20855.10 +168.30

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
18.00 °c	17.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) » 17 .02 টা
সূর্যোদয় (কাল) » 06 .16 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা » 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইন্দোনেশিয়ায় অগ্ন্যুৎপাতে ১১ জন আরোহীর প্রাণহানি

পশ্চিম সুমাত্রা ঃ ইন্দোনেশিয়ায় একটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পর সোমবার এগারোজন আরোহীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং আরও ১২ জন নিখোঁজ রয়েছে। উদ্ধারকারীরা আহত এবং দগ্ধ জীবিতদের পায়ে হেঁটে পাহাড়ের নিচে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোড়জোর করছেন। রবিবার ৩,০০০ মিটার উঁচুতে অগ্ন্যুৎপাতের ছাইয়ের উদ্গীরণ হওয়ার পরে উদ্ধারকারীরা সুমাত্রা দ্বীপের মাউন্ট মারাপিতে আটকে থাকা কয়েক ডজন আরোহীকে খুঁজে পেতে রাতভর কাজ করেছে। স্থানীয় উদ্ধার কর্মকর্তাদের মতে, ২,৮৯১ মিটার উঁচু অগ্ন্যুৎপাতে আশেপাশের গ্রামগুলোতে ছাই বর্ষিত হবার পরে মারাপির আগ্নেয়গিরির মুখের কাছে মৃত আরোহীদের পাওয়া গেছে। কর্মকর্তারা বলেছেন, বারোজন নিখোঁজ, আরও তিনজনকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং ৪৯ জন নিরাপদে আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে নেমে এসেছে। কিছু মানুষ দগ্ধ ও হাড়ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। মৃত ১১ জন এবং আরও তিনজন যাদেরকে জীবিত পাওয়া গিয়েছিল, তাদেরকে এখনও পাহাড় থেকে নামানো যায়নি। মালিক বলেন, ওই তিনজন জীবিত ব্যক্তিকে আগ্নেয়গিরির মুখের কাছে পাওয়া গিয়েছিল। তাদের অবস্থা খুব কাহিল ছিল, কেউ কেউ পুড়ে গিয়েছিল। এএফপির শেয়ার করা একটি ক্লিপে একজন উদ্ধারকর্মীকে দেখা গেছে মাথায় ফ্ল্যাশলাইট বেঁধে একজন হাইকারকে বহন করছে। সে যন্ত্রণায় কাঁদছে আর বলছে, সৃষ্টিকর্তা সর্বশ্রেষ্ঠ। তাকে রাতের অন্ধকারেই নিরাপদ স্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। উদ্ধার হওয়া হাইকারদের একজন জাফিরাহ জাহরিম ফেব্রিনাকে আগ্নেয়গিরি থেকে একটি ভিডিও বার্তায় তার মায়ের কাছে সাহায্যের জন্য মরিয়া আবেদন জানাতে দেখা গেছে। ১৯ বছর বয়সী এই শিক্ষার্থীকে হতবাক অবস্থায় দেখা গেছে,তার মুখ পুড়ে গেছে আর তার চুলে ঘন ধূসর ছাই জমে গেছে। স্কুলের ১৮ জন বন্ধুর সাথে হাইকিং ট্রিপে পাহাড়ে আটকা পড়ার পরে সে এখন তার বাবা আর চাচার সাথে কাছের একটি হাসপাতালে রয়েছে। তার মা রানী রাদেলানি (৩৯) বলেন, সে প্রচন্ড মানসিক আঘাতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সে মনস্তাত্ত্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কারণ সে তার শরীরের পুড়ে যাওয়া জায়গাগুলো দেখেছে। তাকে সারারাত অসহ্য ব্যাথাও সহ্য করতে হয়েছিল।

সেমিফাইনালে জিতে ফাইনালের রাস্তা প্রশস্ত মোদীর

নতুন দিল্লি ঃ ভারতে এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনকে বলা হয় লোকসভার সেমিফাইনাল। কারণ, আর ঠিক ছয় মাস পরে লোকসভা নির্বাচন। তার আগে এই বিধানসভা নির্বাচন থেকে উত্তর ভারত, যাকে হিন্দি বলয় বা গোবলয় বলা হয়, সেখানকার ভোটদাতারা কী ভাবছেন, তা বোঝা যায়। দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তেলেঙ্গানা ও উত্তরপূর্বের রাজ্য মিজোরামের ফলাফলও তাৎপর্যবাহী। কারণ, সেখানে উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের মতামতের কিছুটা প্রতিফলন হয়।

পাঁচবছর আগে উত্তর ভারতের তিন রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে কংগ্রেস জিতেছিল। তারপর নরেন্দ্র মোদী তার কৌশল বদল করেন। কৃষকেরা তার উপর ক্ষুব্ধ বুঝতে পেরে তাদের জন্য বছরে তিন কিস্তিতে ছয় হাজার টাকা দেয়ার ঘোষণা করেন। গরিবদের বিনা পয়সার রেশন চলতে থাকে। করোনাকালে তার পরিধি আরো অনেক বাড়ে। একশ দিনের কাজ বন্ধ করে দেয়ার জায়গায় তা আরো বাড়ানো হয়। ফলে লোকসভায় এই সব রাজ্যের সিংহভাগ আসনে জয়লাভ করতে নরেন্দ্র মোদীর কোনো অসুবিধা হয়নি।

এইবার পাঁচ রাজ্যের মধ্যে তিন রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানে বিজেপি জিতেছে। কংগ্রেস জিতেছে মাত্র একটি রাজ্য তেলেঙ্গানায়। এর ফলে গোটা ভারতে কংগ্রেস একা কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা ও হিমাচল প্রদেশ মাত্র এই তিন রাজ্যে ক্ষমতায় রইলো। । বিহার ও ঝাড়খণ্ডে তারা ক্ষমতাসীন জোট ও সরকারে আছে। আর বিজেপি শাসনাধীন রাজ্যের সংখ্যা বেড়ে হলো ১২।

কিন্তু এই নিছক হিসাবের বাইরে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। তার প্রথমটিই হলো, গোবলয়ে কংগ্রেস আর কোনো রাজ্যে এককভাবে ক্ষমতায় থাকলো না। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান সবই বিজেপির দখলে চলে গেল। এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশে ৮০টি লোকসভার আসন আছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও উত্তরাখণ্ড মিলিয়ে আছে ৬৯টি আসন। পশ্চিম ভারতের যে তিন রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় সেই মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও গোয়ায় আছে ৭৬টি আসন। সবমিলিয়ে ২২৫টি আসন। লোকসভায় এই ২২৫টি আসনে নরেন্দ্র মোদী তথা বিজেপির প্রভাব সবচেয়ে বেশি। বিজপি সদরদফতরে প্রদানমন্ত্রী মোদী। পাঁচ রাজ্যের মধ্যে তিনটিতে বিজেপি জেতার পর। বিজপি সদরদফতরে প্রদানমন্ত্রী মোদী। পাঁচ রাজ্যের মধ্যে তিনটিতে বিজেপি জেতার পর।

পাঁচ রাজ্যের এই বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি কোনো ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্রীকে পর্যন্ত সামনে রেখে ভোট করেনি। ভোট হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সামনে রেখে। লোকসভা নির্বাচনের আগে নেয়া এই ঝুঁকি পুরোপুরি কাজে লেগে গেছে। উত্তর ভারতে মোদীর জনপ্রিয়তার যেমন আরো একবার যাচাই হয়ে গেছে, তেমনই কংগ্রেসকে আবার একটা বড় ধাক্কা দেয়া সম্ভব হয়েছে।

কর্ণাটক নির্বাচনে জেতার পর যে কংগ্রেস নেতারা সাফল্যের হাওয়ায় ভাসছিলেন, যারা অখিলেশের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও সমাজবাদী পার্টিকে মাত্র ছয়টি আসন ছেড়ে দিয়ে জোট করেননি, তারা আবার বাস্তবের কঠিন মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লেন। কংগ্রেস নেতারা জানতেন, মধ্যপ্রদেশে যাদবদের চার শতাংশ ভোট আছে। তারপরেও কমলনাথের মতো দাম্ভিক রাজনীতিক সমাজবাদী নেতাকে 'অখিলেশফখিলেশ' বলে তাচ্ছিল্য করেছিলেন। অখিলেশ তখনই বলেছিলেন, তিনি কংগ্রেসকে শিক্ষা দেবেন।

প্রায় একই অভিযোগ নীতীশ কুমারও তো করেছেন। কংগ্রেসের ঔদ্ধত্যের অভিযোগ, আঞ্চলিক দলগুলিকে প্রাপ্য সম্মান, গুরুত্ব ও আসন না ছাড়ার অভিযোগ। এবার সেই কংগ্রেস এমন চাপে পড়লো, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র সব জায়গায় শরিকেরা লোকসভার সময় হয় তাদেরও অনেক কম আসন ছাড়তে চাইবে বা আসন দেবেই না। একের বিরুদ্ধে একের লড়াইয়ের তত্ত্ব কংগ্রেসই তো বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিলো।

ভারতের উত্তরপূর্বে মণিপুরে নতুন করে সহিংসতা, একদিনে নিহত ১৩

মণিপুর ঃ চলতি বছরের ৩ মে জনজাতি দাঙ্গা শুরু হয় ভারতের মণিপুর রাজ্যে, কুকি ও মেইতেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে। রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার পর, গত দু মাস যাবত বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা ঘটছে এই রাজ্যে। মে মাস থেকে দফায় দফায় সংঘর্ষে ১৮২ জন নিহত হন। বাড়িছাড়া প্রায় ৫০ হাজার পরিবার। ডিসেম্বর মাসের শুরুতেই হিংসা, হত্যার ঘটনা ঘটল মণিপুরে। রাজ্যের তেঙ্গনউপাল জেলার সাইবল থানার লিথু গ্রামে সোমবার ৪ ডিসেম্বর দুপুরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ১৩ জন খুন হন। গত এক মাসের বেশি সময় রাজ্যে বড় ধরনের অশান্তির ঘটনা ঘটেনি। স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছিল মণিপুর। সোমবারের হত্যাকাণ্ডের পর আবার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাস্থল থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে পুলিশ ও আধা সেনার ছাউনিতে ভারতীয় সময় দুপুরে সংঘর্ষের খবর যায়। নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১৩টি দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, দেহগুলির কাছে কোনও অস্ত্র পাওয়া যায়নি। মনে করা হচ্ছে, নিহতরা বহিরাগত। পুলিশ নিহতদের পরিচয় জানাতে চায়নি। সোমবার ভারতের উত্তরপূর্বের এই রাজ্যে সামান্য কিছু এলাকা বাদে সর্বত্র ইন্টারনেট পরিষেবা ফেরে। পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তারপরেই ঘটল বড় সংঘর্ষের ঘটনা। নিরাপত্তা বাহিনী এবং প্রশাসন সূত্রে খবর, হিংসা ফের ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ইউক্রেন সহায়তা তহবিল হ্রাসের প্রেক্ষাপটে 'কংগ্রেসের পদক্ষেপ নেয়ার এখনই সময়', বলেছে হোয়াইট হাউস

ইউক্রেন ঃ সোমবার হোয়াইট হাউস সতর্ক করেছে, কংগ্রেস পদক্ষেপ না নিলে ইউক্রেনকে সহায়তা প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ বছরের শেষ নাগাদ শেষ হয়ে যাবে। হোয়াইট হাউসের বাজেট ডিরেক্টর শালান্দা ইয়ং হাউস এবং সিনেট নেতাদেরকে দেয়া একটি চিঠিতে লিখেছেন, এটি পরবর্তী বছরের সমস্যা নয়। রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ইউক্রেনকে লড়াইয়ে সহায়তা করার এখনই সময়। কংগ্রেসের পদক্ষেপ নেয়ার সময় এসেছে। ইয়ং বলেন, ইউক্রেনকে সহায়তা করার জন্য বরাদ্দকৃত ১১১ বিলিয়ন ডলারের প্রায় পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। অর্থের বৃহত্তম অংশ সামরিক সহায়তার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, বাকি অংশ অর্থনৈতিক ও বেসামরিক সহায়তার পাশাপাশি মানবিক সহায়তায় ব্যয় করা হয়েছে। বাইডেন প্রশাসন কংগ্রেসকে ১০৬ বিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ অনুমোদনের জন্য চাপ দিয়েছে। এই প্যাকেজের অধীনে ইউক্রেন, ইসরাইল এবং অন্যান্য অঞ্চলে সহায়তা প্রদান করা হবে। ইউক্রেনে সহায়তার অংশের পরিমাণ ৬১ বিলিয়ন ডলার। প্রস্তাবটি প্রতিনিধি সভায় কিছু রিপাবলিকানের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। তারা ইউক্রেনে আরও সহায়তা প্রদানের বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রমেক্সিকো সীমান্তে সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবিতে অতিরিক্ত তহবিল নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছে। সোমবার ইউক্রেনের সেনাবাহিনী বলেছে, রাশিয়া একটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রসহ ইরানের তৈরি ২৩টি শাহেদ ড্রোন দিয়ে রাতভর ইউক্রেনে হামলা চালিয়েছে। ইউক্রেনের বিমান বাহিনী টেলিগ্রামে জানিয়েছে, সেনাবাহিনীর বিমান প্রতিরক্ষা ২৩টির মধ্যে ১৮টি ড্রোনকে গুলি করে ভূপাতিত করেছে এবং ক্ষেপণাস্ত্রটি ধ্বংস করেছে। সোমবার ভোরে খেরসনের আঞ্চলিক গভর্নর বলেছেন, ওই অঞ্চলে রাশিয়ার গুলিবর্ষণে গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুজন নিহত ও আটজন আহত হয়েছে। গভর্নর একটি কিন্ডারগার্টেন, সেইসাথে একটি মেডিকেল ভবন এবং একটি প্রকৌশল স্থাপনার ক্ষতির কথাও জানিয়েছেন। এছাড়াও সোমবার রাশিয়ার ভোরোনেজ অঞ্চলের গভর্নর বলেছেন, রাশিয়ার ১৪ তম আর্মি কোরের ডেপুটি কমান্ডার মেজর জেনারেল ভ্লাদিমির জাভাদস্কি ইউক্রেনে নিহত হয়েছেন।

যুগান্তকারী ঘটনা কাঠমান্ডুর অদূরে প্রাচীন নগরী কীর্তিপুরে এই বিয়ের স্বীকৃতি উদযাপন করেন এলজিবিটিকিউ গোষ্ঠীর মানুষেরা

নেপালে সমলিঙ্গের বিবাহ ঃ দক্ষিণ এশিয়ার জন্য মাইলফলক

কাঠমান্ডু ঃ সমকামী বা সমলিঙ্গের বিয়ের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে নেপাল। এক দম্পতির বিয়ের স্বীকৃতি এই অঞ্চলের এলজিবিটিকিউ আন্দোলনকারীদের জন্য যুগান্তকারী ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে।

গত নভেম্বরে সুরেন্দ্র পান্ডে ও মায়া গুরুং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। দেশটিতে সমলিঙ্গের বিবাহ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া প্রথম দম্পতি তারা। শুধু তাই নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় এটি প্রথম এমন ঘটনা, যা এলজিবিটিকিউ আন্দোলনকারীদের জন্য যুগান্তকারী ঘটনা। ২৭ বছর বয়সি পান্ডে সিসজেন্ডার বা জন্মগত পরিচয়ে পুরুষ। অন্যদিকে ৩৮ বছর বয়সি গুরুং ট্রান্সজেন্ডার নারী। তবে নেপালের আইনগত পরিচয়ে তিনি একজন পুরুষ।

পান্ডে বলেন, ''আইনগত এই স্বীকৃতি অর্জন শুধু আমাদের জন্য নয়, গোটা এলজিবিটিকিউ গোষ্ঠীর জন্য অবিস্মরণীয় এক বিজয়। এজন্য স্থানীয় প্রশাসন ও নিজের কমিউনিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। গুরুং বলেন, ''আমরা ন্যায়বিচার পেয়েছি। এখন আমরা সম্পূর্ণ যুগল।''

স্বীকৃতি আদায়ের এই লড়াই মোটেও সহজ ছিল না তাদের জন্য। আইনগত প্রক্রিয়ার জটিলতা পাশাপাশি ছিল সমাজ ও পরিবারের চাপও। ২০১৭ সালে পান্ডে ও গুরুং হিন্দু রীতিতে বিয়ে করেন। কিন্তু স্বীকৃতি পান তারা ছয় বছরের লড়াইয়ের পর। ২০০৭ সালে নেপালের সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে বিদ্যমান আইনের ধারা পরিবর্তন করে সমলিঙ্গের বিবাহের অনুমতি দেয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সমলিঙ্গের বিয়ের স্বীকৃতি দেয়ার আইন পাস করতে ব্যর্থ হয় পরবর্তী সরকার।

এরমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে আইন পরিবর্তনের আগ পর্যন্ত সমলিঙ্গের বিয়ের জন্য একটি অন্তবর্তী নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালুর নির্দেশনা দেন।

পান্ডে ও গুরুংয়ের আশা ছিল এতে নিবন্ধনের প্রক্রিয়াটি সহজে এগোবে। কিন্তু জেলা আদালত ও আরেকটি উচ্চ আদালত তাদের বিয়ে নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। কারণ হিসেবে আদালত জানায়, সুপ্রিম কোর্টের রুলের পরও দেশের আইন বিপরীতি লিঙ্গের বিবাহেরই শুধু স্বীকৃতি দেয়। নিম্ন আদালত নেপালের সিভিল কোড বা দেওয়ানি বিধি অনুসারে রায় দেয়। এই বিধিতে বিয়ে হতে পারে শুধু নারী ও পুরুষ পরিচয়ের দুই ব্যক্তির মধ্যে। তবে নভেম্বরে শেষ সপ্তাহে নেপালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় সব স্থানীয় প্রশাসনিক দপ্তরে সমলিঙ্গের বিবাহ নিবন্ধনের অনুমতি রয়েছে।

অবশেষে ২৯ নভেম্বর পান্ডে ও গুরুং সমলিঙ্গের পরিচয়ে লামজুং জেলার দরদি পৌরসভা থেকে বিবাহের সনদ নেন। পান্ডে বলেন, ''এটা আমাদের জন্য অনেক কিছুর দুয়ার খুলে দিয়েছে। যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, সম্পত্তির মালিকানা পাওয়া এবং ভবিষ্যতে শিশু দত্তক নেয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।''

লামজুংয়ের স্থানীয় মানুষজন নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই যুগলের বিয়ে উদযাপন করেন। কাঠমান্ডুর অদূরে প্রাচীন নগরী কীর্তিপুরে এই বিয়ের স্বীকৃতি উদযাপন করেন এলজিবিটিকিউ গোষ্ঠীর মানুষেরা।

এই উৎসবে অংশ নেয়াদের একজন ঘোষিত সমকামী আইনজীবী সুনিল বাবু। তার মতে এই স্বীকৃতি নেপালের সমাজের প্রগতিশীল পরিবর্তনের ইঙ্গিত।

২০১৫ সাল থেকে নেপালের সরকার পাসপোর্টে লিঙ্গ পরিচয়ের ক্ষেত্রে নারী, পুরুষের সাথে 'অন্যান্য' শব্দটি যুক্ত করে। ২০২১ সালে আদমশুমারিতে 'অন্যান্য' পরিচয় যুক্ত হয়। প্রায় তিন কোটি মানুষের মধ্যে দুই হাজার ৯২৮ জন তাদেরকে এই পরিচয়ে শনাক্ত করেছেন।

ডিডাব্লিউকে তিনি বলেন, ''নেপালের সমাজ এইক্ষেত্রে যথেষ্ট উদার ও ইতিবাচক।'' এর ফলে গোটা নেপালে লিঙ্গ পরিচয়ের দিক থেকে সংখ্যালঘুদের অধিকারের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা মিলবে। পান্ট জানান, নেপালে দুই শতাধিক সমলিঙ্গের ও ট্রান্সজেন্ডার বিবাহিত যুগল রয়েছেন, যারা এখন তাদের বিয়ের নিবন্ধনে এগিয়ে আসবেন। সেই সাথে আশেপাশের দেশগুলোতেও সমলিঙ্গের বিয়ের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়বে বলে আশা তার। যদিও প্রতিবেশি ভারতে গত অক্টোবরে সুপ্রিম কোর্ট সমলিঙ্গের বিয়ের বিপরীতে রায় দিয়েছে।

নেপালের এই যাত্রা একদিনে সম্ভব হয়নি। দিন দিন কমে আসলেও নেপালের রক্ষণশীলদের একটি অংশ এখনও সমলিঙ্গের বিয়ের বিপক্ষে।

দেশটির রক্ষণশীল রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র প্রজাতন্ত্র পার্টির চেয়ারপার্সন ও সাবেক উপ প্রধানমন্ত্রী কমল থাপা সমলিঙ্গের বিয়ের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, এর ফলে 'বিয়ের পবিত্রতা ও পারিবারিক মূল্যবোধের' লঙ্ঘন হবে।

তিনি বলেন, ''আমি ব্যক্তি মানুষের প্রেম ও একসঙ্গে থাকার অধিকারের সমর্থন করি। কিন্তু যখন সমলিঙ্গের বিয়ে আমাদের বিয়ের যে মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ধারণা তার বিরোধী, যা ঐতিহ্যগতভাবে একজন পুরুষ এবং একজন নারীর একটি পবিত্র মিলনকেই মূর্ত করে।''

গুরুং তার পরিবারের সমর্থন পেলেও পান্ডে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে এই বিয়ের ব্যাপারে পুরোপুরি সমর্থন পাননি।

চার মাস আগে 'মায়াকো পাহিচান' (ভালোবাসার পরিচয়) নামে একটি সংগঠন খুলেছেন তারা। এলজিবিটিকিউ মানুষদের অধিকার আদায় ও লিঙ্গ পরিচয়ের দিক থেকে সংখ্যালঘুদের জোরপূর্বক বিয়ে নিয়ে তারা কাজ করতে চান এর মাধ্যমে।

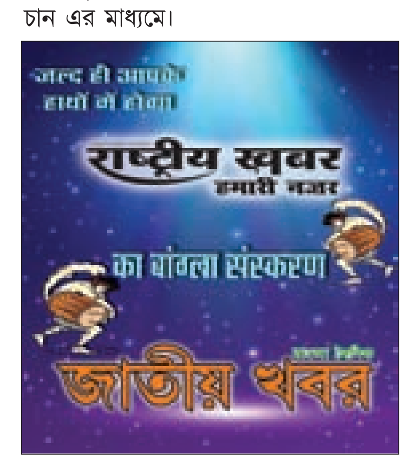

বাইক দুর্ঘটনা কে কেন্দ্র করে বচসার জেরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুই যুবককে কোপ

কোচবিহার ঃকোচবিহার স্টেশন চত্বরে একটি বাইক দুর্ঘটনা কে কেন্দ্র করে বচসার জেরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুই যুবককে কোপ মারার অভিযোগ বাপ্পা মিয়া নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। আহত দুই যুবকের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কা জনক। আহতদের কোচবিহার মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসা হলে সানি নন্দীকে শিলিগুড়ি রেফার করা হয়। জানা যায় সানি নন্দীর গলায় এবং পেটে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। অপর এক যুবক সাগর বসাক এর মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ। অভিযুক্তের খোঁজে অভিযুক্তের বাড়িতে পুলিশ গেলেও অভিযুক্তকে খুঁজে পাইনি পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ অভিযুক্ত বসাক বিভিন্ন সমাজ বিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত।

আগুনে পুড়ে গেলো মুরগির ফার্ম। ঝলসে মৃত্যু

প্রায় ১৫০০ মুরগী...

মালবাজার ঃ বুধবার সাতসকালে ভয়াবহ আগুন পুড়ে গেলো একটি মুরগির ফার্ম। মাল ব্লকের তেসিমিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নাম্বার ঘুন্টি এলাকার ঘটনা । পোল্ট্রি ফার্মের মালিক ফরিদুল হোসেন জানান ভোর চারটার দিকে আনুমানিক ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিটের আগুন লাগে। এরপর এলাকার মানুষ তাৎক্ষণিক জল দিয়ে নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুন ভয়াবহ হয় ফলে খবর দেয় দমকল বাহিনীকে। মালবাজার থেকে একটি দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। পোল্ট্রি ফার্ম এ ১৫০০ প্লোলটি ছাড়াও বিভিন্ন জিনিস পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মুরগির খাবার, মেশিন পত্র ফ্যান সহ দব নিমিষেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সাত সকালে এই ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়। ফোরিদুল হোসেন বলেন, আমার রুজিরোজগার বলতে এই ফার্মই ছিলো। এই দিয়েই চলতো আমাদের সংসার কিন্তু ভোরের দিকে আগুনে সব শেষ হয়ে গেলো। ক্ষতির পরিমান কয়েক লক্ষ টাকা।

আচমকা পাথর ভর্তি চলন্ত ডাম্পারে আগুন

জলপাইগুড়ি ঃ আচমকা পাথর ভর্তি চলন্ত ডাম্পারে আগুন।ঘটনাটি ঘটেছে বৈকণ্ঠপুর ডিভিশন কাঠামবাড়ি আফালচাঁদ রেঞ্জের কাঠামবাড়ি পাশে অবস্থিত চেক পোস্টের কাছে। জানা গেছে ওদলাবাড়ি থেকে চ্যাংবান্ধা পাথর বোঝাই ডাম্পারে হটাৎ আগুন লেগে যায় ।মুহূর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ গাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পরে ।ফায়ার ব্রিগ্রেট খবর দেওয়া হয় এবং পরবর্তী সময় ফায়ার ব্রিগ্রেট আসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ।ঘটনাস্থল ক্রান্তি পুলিশ ।

ডিসেম্বরের প্রথম তারিখ থেকেই বর্জ্য সংগ্রহ শুরু করবে পৌরসভা

জলপাইগুড়ি ঃ ডিসেম্বরের প্রথম তারিখ থেকেই বর্জ্য সংগ্রহ শুরু করবে পৌরসভা।পৌর এলাকায় বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করলেও মাঝ পথে থমকে যায়। ফের সেই কাজকে পুনরায় বহাল রাখতে উদ্যোগী হলো ময়নাগুড়ি পৌরসভা। বৃহস্পতিবার পৌর অফিসে একটি বৈঠক করে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় আগামী ১ লা ডিসেম্বর থেকেই বর্জ্য সংগ্রহ শুরু হবে। বাড়ি প্রতি কুড়ি টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। এমনকি প্রতি সপ্তাহে তিনদিন এই কাজ করবেন বলেও জানা যায়। বৃহস্পতিবার নির্মল বন্ধু এবং নির্মল সাথীদের নিয়ে বৈঠক করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে শীঘ্রই চালু হবে সুপার স্পেশালিটি ব্লক

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি ব্লককে সম্পূর্ণভাবে দ্রুত চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রোগী কল্যাণ সমিতি। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে আযোজিত রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠক শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন সুপার স্পেশালিটি ব্লক চালু হলেও বেশ কিছু যন্ত্রপাতি যা কেন্দ্রীয় সরকার বাইরে থেকে নিয়ে আসবে বলে বলেছিল সেগুলো এখনো পর্যন্ত আসেনি। যার ফলে সম্পূর্ণভাবে এখনো সেই ব্লকটি চালু করা যায়নি। চলতি মাসেই এই বিষয় নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে একটি বৈঠক করা হবে এর পাশাপাশি এই হাসপাতালে একাধিক কিছু কাজ নিয়েও আলোচনা করা হবে। এর পাশাপাশি মেডিকেল কলেজে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর জন্য যে ৮০ লক্ষ টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল সেই অর্থ একসঙ্গে পেতে সমস্যা হচ্ছে যার ফলে ভাগে ভাগে যাতে সেই অর্থ গুলি পাওয়া যায় তার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে আবেদন করা হবে। একইসঙ্গে এই হাসপাতালে MRI এর সমস্যা রয়েছে। তা সমাধান করার বিষয় নিয়ে একটি বৈঠক করা হবে।

মালদার চাঁচলের তৃণমূল বিধায়কের ফেসবুক হ্যাক করার ঘটনায় চাঞ্চল্য

মালদা ঃ মালদার চাঁচলের তৃণমূল বিধায়কের ফেসবুক হ্যাক করার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। পুরো বিষয়টি নিয়ে মালদার ইংরেজবাজারের সাইবার ক্রাইম থানায় তৃণমূল বিধায়ক নিহার ঘোষ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মালদার সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

যদিও এই মুহূর্তে শীতকালীন বিধানসভার অধিবেশনে কলকাতায় রয়েছেন চাঁচলের তৃণমূল দলের বিধায়ক নিহার ঘোষ। কিন্তু কলকাতায় যাওয়ার আগেই ২৯ নভেম্বর বুধবার সাইবার ক্রাইম থানায় বিধায়ক নিজেই তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে যাওয়ার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।বিধায়ক নিহার ঘোষ জানিয়েছেন, তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটি তিনি খুব কম ব্যবহার করেন। শুধুমাত্র দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বিভিন্ন বার্তা দেওয়া প্রচার এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডের বিষয়গুলি তার ফেসবুকে পোস্ট করে থাকেন। কিছুদিন ধরে বিধায়কের নিজস্ব নামের ফেসবুক থেকেই বিভিন্ন ধরনের জমি, বাড়ি, গাড়ি, বিক্রয় কেন্দ্র সংক্রান্ত বিষয়ের পাশাপাশি এমনকি কাজের সন্ধান মূলক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে একের পর এক পোস্ট উঠে আসছিল। যা দেখা যাচ্ছিল বিধায়কের নিজস্ব ফেসবুক একাউন্ট থেকেই এই পোস্ট করা হচ্ছে। এরপরই পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরেই পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হন বিধায়ক নিহার ঘোষ।যদিও এই ঘটনার পিছনে বিরোধীদের কোন চক্রান্ত রয়েছে কিনা সে ব্যাপারে অবশ্য কোনো অভিযোগ করেন নি তৃণমূল বিধায়ক নিহার ঘোষ। তিনি বলেন, আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে যে ধরনের সাইবার ক্রাইম ঘটছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমি পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।

উল্লেখ্য, গত বিধানসভার নির্বাচনে চাঁচলের কংগ্রেস গড় ভেঙে বিধায়ক হন তৃণমূল প্রার্থী নিহার ঘোষ। বিগত দিনে নিহার ঘোষ ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান পদও সালিয়েছেন । এমনকি ইংরেজবাজার বিধানসভার বিধায়কও ছিলেন। রাজনীতির বাইরে একজন সামাজিক সংগঠনমূলক ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিহার ঘোষের নাম জেলার মানুষের কাছে পরিচিত রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে নিহার ঘোষকে নিয়েও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে কুৎসা করারও অভিযোগ উঠেছিল। আর তারপরেই তৃণমূল বিধায়কের ফেসবুক হ্যাকের ঘটনা নিয়েই এখন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দলের জেলা নেতৃত্ব।

প্রতিবেশী বৃদ্ধকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠলো সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূল পরিচালিত এক পঞ্চায়েত সদস্য ও তার দলবলের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়েছিল মহিষ। আর সামান্য এই ঘটনায় শুরু হয় দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বচসা। তারপরেই প্রতিবেশী বৃদ্ধকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠলো সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূল পরিচালিত এক পঞ্চায়েত সদস্য ও তার দলবলের বিরুদ্ধে । বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া থানার বংকুটোলা এলাকায়। এই খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য শ্যামবিহারী যাদবসহ তার দলবলের বিরুদ্ধে রতুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের ছেলে জিতেন্দ্র যাদব। পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম দেবনারায়ণ যাদব (৫৫)। এদিন রাতে দেবনারায়ণ যাদবের একটি মহিষ প্রতিবেশী পঞ্চায়েত সদস্য শ্যাম বিহারী যাদবের বাড়ি সীমানায় ঢুকে পড়ে। আর তারপরেই দুই প্রতিবেশীর মধ্যে শুরু হয় তুমুল বচসা। সেই সময় হঠাতই শ্যাম বিহারী যাদব ও তার পরিবারের কয়েকজন লাঠি, ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় দেবনারায়ণ যাদবের ওপর। এরপর তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি বাবাকে বাঁচাতে এসে আক্রান্ত হয় ছেলে জিতেন্দ্র যাদব। আহত জিতেন্দ্র যাদব জানিয়েছেন, সামান্য ঘটনার জেরে ওরা বাবাকে কুপিয়ে খুন করলো। রক্তাক্ত অবস্থায় বাবাকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজে রাতেই নিয়ে আসি। কিন্তু চিকিৎসকরা মৃত বলে জানিয়ে দেয়। পুরো ঘটনাটি নিয়ে রতুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তেরা। তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও মানুষ পানি সমস্যায় ভুগছে বলে প্রতিবাদ জানান

জলপাইগুড়ি ঃ দীর্ঘ বছর ধরে জল কষ্টে ভুগছে ময়নাগুড়ি পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের মল্লিকপাড়া এলাকার বাসিন্দারা। একাধিক বার কাউন্সিলার কে জানিয়ে হয়নি কোন লাভ। জলের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলো এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, মল্লিকপাড়া গ্রামীণ এলাকা থেকে শহর এলাকায় রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু জলের যে সমস্যা তা রয়ে গিয়েছে। জাতীয় সড়ক দিয়ে সোমপাড়া এলাকায় গিয়ে জল আনতে হয়। এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তাদের জলের সমস্যা রয়েছে এ কথা কাউন্সিলর জানেন। অথচ তিনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। আমাদের এলাকায় পাইপলাইন পাতা হয়নি। বাধ্য হয়ে প্রায় ১ কিমি দূরে জাতীয় সড়ক পার হয়ে জল নিয়ে আসতে হচ্ছে অন্য এলাকা থেকে। সেখানে গিয়ে লম্বা লাইন দিতে হচ্ছে। ওই এলাকার লোকজনদের সাথে ঝামেলা লাগছে জল নিয়ে। যাদের অর্থ রয়েছে তারা কিন্তু জল কিনে খাচ্ছে। আর যাদের অর্থ নেই তারা কুযরে জল খাচ্ছে। সে কারণে পেটের সমস্যা বাড়ছে। আগামীতে এই সমস্যার নিষ্পত্তি না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব আমরা।এ ব্যাপারে ময়নাগুড়ি পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুপ্রিয় দাসের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করতে গেলে তাকে পাওয়া যায়নি।

বিপুল পরিমাণ মাদক সহ গ্রেপ্তার যুবক আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়

শিলিগুড়ি ঃ বিপুল পরিমাণ মাদক সহ খড়িবাড়ির কোয়ার্টার মোড়ে গ্রেপ্তার ১ যুবক । জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবর ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে খড়িবাড়ি পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন কোয়ার্টার মোড়ে অভিযান চালিয়ে একটি বাইকে আটক করে এসওজি ও খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। আটক যুবককে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় প্রায় ১০১ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ধৃত যুবকের নাম বিশ্ব বর্মন ওরফে বাহাদুর(৩১), ধৃত প্রসাদু জোতের বাসিন্দা। তবে এই যুবক এর আগেই ৩ বার নেশা দ্রব্য সহ গ্রেপ্তার হয়েছিল। আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতকে রিমান্ডে এনে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করবে পুলিশ।

১৭ দিন টানেলে আটকে থাকার পর উদ্ধার, অবশেষে আজ বাড়ি ফিরছেন কোচবিহারের মানিক

শিলিগুড়ি ঃ টানা ১৭ দিন টানেলে আটকে থাকার পর উদ্ধার এবং আজ অবশেষে ঘরে ফিরছেন কোচবিহারের তুফানগঞ্জের মানিক তালুকদার।শুক্রবার দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান তিনি।এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছাতেই মানিককে সংবর্ধনা দেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় ও বলরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ গ্রামের মানুষেরা।এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বাড়ি ফিরতে পেরে ভালো লাগছে।পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল তবে আমরা ভয় পাইনি।প্রথম ১৮ ঘন্টা আমরা অক্সিজেন পাইনি।পাম্প দিয়ে জল বের করে দেওয়ার পর বাইরের লোকেরা বুঝতে পারেন আমরা ঠিক আছি।তারপর আমাদের জন্য অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা হয়। ১০ দিন মুড়ি খেয়ে কাটিয়েছিলাম। তবে মনোবল ছিল।রাজ্য সরকারের কাছে কাজের ব্যবস্থা করারও আবেদন জানান তিনি।

আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার পৌরসভা হলে নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হল । মূলত জেলার ৬৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকাঠামো ও পরিষেবা সম্পর্কে তাদের অবগত করাতে এই প্রশিক্ষণ শিবির।

বিয়ে বাড়িতে 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের' স্টিকার লাগানো অনেক গাড়ি ব্যবহার করায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে

উত্তর দিনাজপুর ঃ গভর্মেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টিকার লাগালো একাধিক গাড়ি ব্যবহৃত হচ্ছে বিয়ে বাড়িতে,আর এই ঘটনাকে ঘিরে রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়ালো রায়গঞ্জে। মঙ্গলবার রাতে সরকারি স্টিকার লাগানো ৫টি গাড়িতে দেখা যায় বিয়ের পোস্টার লাগানো।এরপর গাড়ির ড্রাইভারদের প্রশ্ন করা হলে তারা জানায় এটি পাবলিক গাড়ি বিয়ে বাড়ির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে তবে সরকারি স্টিকার লাগানোর বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখে কুলুপ আঁটেন গাড়ি চালকরা।সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরা দেখে পরবর্তীতে বিয়ের স্টিকারগুলোও ছিঁড়ে ফেলা হয়।তবে বিয়ের বাড়ির কাজে যে ওই গাড়িগুলো ব্যবহৃত হচ্ছিলো এবং গাড়ির মালিকের বাড়ি রায়গঞ্জে সে বিষয়টি মেনে নিয়েছেন গাড়ির চালক। তবে এভাবে সরকারি স্টিকার লাগানো গাড়ি বিয়ে বাড়ির কাজে ব্যবহার করা যায় কিনা এবিষয়ে জেলা মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতির কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান সরকারি দপ্তরে কোনো পাবলিক গাড়ি ভাড়া খাটলে সেই গাড়ি বাইরে ব্যবহার করা উচিৎ নয় এবং ওই গাড়ি গুলির নম্বরগুলো খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সমস্ত ঘটনা নিয়ে তিনি তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন।

শিলিগুড়িতে ১১টি কুকুরছানাকে বিষ খাওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে পশুপ্রেমীরা

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে ১১ কুকুরছানাকে বিষ খাওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে পশুপ্রেমীরা। বৃহস্পতিবার বাঘায়তিন পার্ক থেকে একটি মিছিল বের করা হয়, যাতে অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও অংশ নেয়। ঘটনার ৫ দিন পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্তরা নিখোঁজ। এ জঘন্য ঘটনার অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন পশুপ্রেমীরা। উল্লেখ্য, গত রবিবার ১১টি কুকুরছানাকে বিষ প্রযোগে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনা শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের রানা বস্তি সংলগ্ন এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ ঘটনায় চরম ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা ও নগরীর বিভিন্ন পশুপ্রেমী সংগঠন। জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো রাতেও কুকুরছানাদের খাবার দিতে আসেন স্থানীয় এক যুবক। তাই তিনি কুকুরছানাগুলোকে সঠিক জায়গায় না পেয়ে আশেপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। তখন তার চোখ পড়ে ড্রেনে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকা ১১টি কুকুরের ওপর। ঘটনাটি তাৎক্ষণিকভাবে পশুপ্রেমী সংগঠন ও শিলিগুড়ি থানায় জানানো হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে মোমবাতি মিছিল করেছে প্রাণীপ্রেমী সংগঠনগুলি।

রাস্তার শিলান্যাস করলেন জলপাইগুড়ির বিধায়ক

জলপাইগুড়ি। রাস্তার শিলান্যাস করলেন জলপাইগুড়ির বিধায়ক ডক্টর প্রদীপ কুমার বর্মা সহ পৌরসভার চেয়ারম্যান পাপিয়া পাল ও ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জী। বৃহস্পতিবার বিকেলে জলপাইগুড়ি পৌরসভার দুই ও কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত দুইটি রাস্তার শিলান্যাস অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়েছিল।প্রদীপ কুমার বর্মার উপস্থিতে এই কাজের সূচনা হয় । উত্তর বঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যগে এই কাজের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়েছিল এইদিন।দুই নম্বর ওয়ার্ডের ও কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তা দুটির দৈঘ্য এক কিলোমিটার। আগামীকাল কয়েক মাসের মধ্যেই পুরো কাজ শেষ হবে বলে জানা গেছে

শিলিগুড়ির ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগরে ফের অবৈধ নির্মান ভাঙলো পুরনিগম

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগরে ফের অবৈধ নির্মান ভাঙলো পুরনিগম। সেখানে একটি বাড়িতে অবৈধ নির্মান ভাঙা হয়।অভিযোগ, ওই বাড়ির মধ্যে অবৈধভাবে বেশকিছু নির্মান করা হয়েছিল।বাড়িটি অনুষ্ঠানের জন্য ভবন হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছিল।তারপরেই বাড়ির মালিককে পুরনিগমের তরফে বেশ কয়েকবার নোটিশও করা হয়।এরপরও অবৈধ নির্মান না ভাঙায় শুক্রবার পুলিশের উপস্থিতিতে অবৈধ নির্মান ভাঙার কাজ শুরু করে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কর্মীরা।এদিন বাড়িটির সামনের অংশ যেমন ভাঙা হয়েছে পাশাপাশি ওপরে থাকা অবৈধ নির্মানও ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশের রাস্তায় অস্থায়ী দোকান খালি করার নোটিশ দিয়েছে প্রশাসন

মালদা ঃ গাজোলে কদুবাড়ি এলাকায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে অস্থায়ীভাবে রাস্তা লাগু যেসব দোকান রয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে দোকানগুলি রাস্তা ছেড়ে দোকান করার জন্য জানানো হয়।রোড সেফটি কর্মসূচিকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও মালদার চেম্বার অফ কমার্সের সহযোগিতায় এবং গাজোল ব্যবসা সমিতির সহযোগিতায় এই দিন দুপুরে গাজোলের কদুবাড়ি মোড় এলাকায় যে সমস্ত অস্থায়ী দোকানগুলি জাতীয় সড়কের দিকে এগিয়ে দোকান করেছে সেই সব ব্যবসায়ীদের দোকান পিছিয়ে দেওয়া নির্দেশ দেওয়া হয়।জাতীয় সড়কে যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে সেই বিষয়টিকে লক্ষ্য রেখে রোল প্লাজার আধিকারিকদের নিয়ে এসডিও সদর মালদা পঙ্কজ তামাংয়ের নেতৃত্বে কদুবাড়ী এলাকায় যে সমস্ত ব্যবসায়ী দোকান রোডের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাদেরকে সাত দিনের মধ্যে সরিয়ে দেওয়া নির্দেশ দেওয়া হয়। এই অভিযানে গাজোল থানার পুলিশ ও সঙ্গে ছিল। এই দিন উপস্থিত ছিলেন মালদা সদরের এসডিও পঙ্কজ তামাং , গাজোল থানার আইসি চন্দ্রশেখর ঘোষাল, মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স এর কোষাধক্ষ হিমাদ্রি রায়, গাজোল ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষে গৌতম সরকার রাজেশ প্রসাদ সুশীল মন্ডল সহ অন্যান্যরা।মালদা সদরের এসডিও পঙ্কজ তামাং বলেন,।রোড সেফটি কর্মসূচিকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও মালদার চেম্বার অফ কমার্সের সহযোগিতায় এবং গাজোল ব্যবসা সমিতির সহযোগিতায় কদুবাড়ি এলাকায় রাস্তার পাশে দোকান গুলিকে রাস্তায় সাথে দোনান না রাখা হয় সমস্যা পরতে হচ্ছে গাড়ি চালকদের।এই নিয়ে আজ সচেতন সহ দোকানগুলোকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলা হয় সমস্যা যেন না পড়ে সাধারণ মানুষ থেকে গাড়ি চালকেরা।

জলপাইগুড়ি বোয়ালমারীতে আয়জিত পঞ্চম দিনের রাস উৎসবের অনুষ্ঠান মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় বাউল গান

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি বোয়ালমারীতে আয়জিত পঞ্চম দিনের রাস উৎসবের অনুষ্ঠান মঞ্চে বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করলেন রাজ্য নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল বৈরাগ্য জলপাইগুড়ি পিডি ওমেন্স কলেজের অধ্যাপক অনিল বিশ্বাস এবং হলদিবাড়ি থেকে আগত বিশিষ্ট সমাজসেবী ভগবান দাস লাহুটি সহ অন্যান্যরা। এদিন বাংলাদেশের শিল্পীদের সমন্বয়ে মঞ্চ অনুষ্ঠিত হয় বাউল গান। নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল বৈরাগ্য বলেন এই অনুষ্ঠান মঞ্চে এসে তিনি ভীষণ গর্বিত। আগামী দিনে এই রাস উৎসব যেন সরকারিভাবে অনুমোদন পায় সেদিকেও তিনি লক্ষ্য রাখবেন। জলপাইগুড়ি পিডি ওমেন্স কলেজের অধ্যাপক অনিল বিশ্বাস বলেন গ্রামগঞ্জের রাস উৎসবে এত মানুষের সমাগম তিনি ভাবতেই পারেননি।মানুষের সমাগম দেখে এবং তিনি নিজে রাস উৎসবের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে তিনি ভীষণ আপ্লুত। বিশিষ্ট সমাজসেবী ভগবান দাস লাহুটি বলেন তিনি বিগত বছরও এই রাস উৎসবে এসেছিলেন এবং এবারও এসেছেন। এবং এখানে এসে তার ভীষণ ভালো লেগেছে। তাই রাস উৎসব উপলক্ষে তিনি সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শিক্ষকরা সময়মতো বিদ্যালয়ে না আসায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন অভিভাবকরা

জলপাইগুড়ি ঃ কখনোই সময়মতো স্কুলে আসেন না শিক্ষিকিরা। প্রতিদিনই তারা নির্দিষ্ট সময় থেকে অন্তত এক ঘন্টা দেরি করে স্কুলে আসেন বলে অভিযোগ। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সর্দারপাড়া শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের এই ঘটনা নিত্যদিনের। শিক্ষিকারা দেরি করে স্কুলে আসায় ঠিকমতো পড়াশোনা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে এলাকার বাসিন্দা ও অভিভাবকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। দেরি করে আসায় বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকাকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তারা। অভিভাবকদের অভিযোগ, শিক্ষিকারা কখনোই সময়মতো স্কুলে আসেন না। শিক্ষিকারা স্কুলে দেরিতে আসেন বলে প্রেয়ার লাইন হয় না। এমনই নানা অভিযোগ রয়েছে অভিভাবকদের। ছাত্র ছাত্রীদের সুরক্ষার জন্য বড় রাস্তার পাশের এই স্কুলের চারদিকে দেওয়াল দেওয়ার দাবি রয়েছে অভিভাবকদের।

তৃণমূলের এসটি, এসসি, ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাস বলেন, তিনি নিজেও জানতে পেরেছেন স্কুলের শিক্ষিকারা সময়মতো স্কুলে আসেন না। দীর্ঘদিন ধরেই এই অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে পড়াশোনাও ঠিকমতো হচ্ছে না এখানে। এমনটা চলতে থাকলে সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের সংখ্যা কমতে থাকবে বলে আশঙ্কা করেন তিনি। তাই শিক্ষিকাদের সময়মতো স্কুলে আসা উচিত বলে মনে করেন তিনি। এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিপ্লব কোনার অ্যাসিস্ট্যান্ট কোঅর্ডিনেটর এডুকেশন, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ জানান স্কুলে দেরি করে আসার অভিযোগ ক্ষতি দেখা হবে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের বিষয়টি স্থানীয় প্রধান ও পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা বলা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

যাতায়াতের জন্য রেলের জায়গা রাস্তাটি বন্ধ করে দিতে চাইছে রেল কর্তৃপক্ষ, বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক গ্রামবাসীর

মালদা ঃএকমাত্র যাতায়াতের জন্য রেলের জায়গা দীর্ঘদিন ধরে গ্রামবাসীরা ব্যবহার করে আসছেন। আচমকা গ্রামবাসীদের চলাচলের সেই রাস্তাটি এখন বন্ধ করে দিতে চাইছে রেল কর্তৃপক্ষ। আর তা নিয়েই গাজোল ব্লকের সলাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। এমনকি দুশ্চিন্তায় পড়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামবাসীরা। বুধবার পুরো বিষয়টি নিয়ে একলাখী রেল স্টেশন ম্যানেজারের কাছে গণস্বাক্ষর করে সলাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাতুল গ্রামের বাসিন্দারা ডেপুটেশন দিয়েছেন। সলাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১ মাইল সংলগ্ন রাতুল গ্রামের বাসিন্দাদের বক্তব্য, রেলের একটি চলাচলের রাস্তা রয়েছে যেখান দিয়ে পাঁচ থেকে ছয়টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ প্রতিদিন চলাচল করে। কিন্তু আচমকা রেল কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেই রাস্তাটি বন্ধ করে দিতে চাইছে। এর ফলে গ্রামবাসীদের যাতায়াতের কোনো পথ থাকবে না। রেল কর্তৃপক্ষ যাতে গ্রামবাসীদের চলাচলের রাস্তাটি বন্ধ না করে তার জন্যই গণস্বাক্ষর করে স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে এই রাস্তা বন্ধ করলে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। যদিও এব্যাপারে একলাখি রেলস্টেশন ম্যানেজার জানিয়েছেন পুরো বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার দুজনকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির অশোকনগর এলাকায় প্রমোদ গুপ্তা নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমে গতকাল ফুলবাড়ি এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত দুজনের নাম সজল গুপ্তা ও তারিখ আনসারী। জানা যায় চলতি মাসের ২০ তারিখ ছট পুজোর রাতে বাড়ি খালি থাকার সুযোগ চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনার তদন্তে নেমে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত দুজনকে বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

ইংলিশ বাজার পৌরসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কার্নিভাল। তা নিয়ে অনুষ্ঠিত হল এক প্রশাসনিক বৈঠক

মালদা ঃ ইংলিশ বাজার পৌরসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কার্নিভাল। তা নিয়ে অনুষ্ঠিত হল এক প্রশাসনিক বৈঠক। বুধবার মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় কার্নিভাল নিয়ে এই প্রশাসনিক বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, ইংলিশ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। বৈঠক শেষে কার্নিভালের মাঠ পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসনিক কর্তারা। মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থা ময়দান থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ ক্রীড়া সংস্থার ময়দান একাধিক জায়গা পরিদর্শন করা হয়। জানা গেছে ইংলিশবাজার পৌরসভার উদ্যোগে ২৫শে ডিসেম্বর থেকে পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে কার্নিভাল। তবে কোন মাঠে কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে তাই এখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি ইংলিশ বাজার পৌরসভা এবং জেলা প্রশাসন বলে জানা গেছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয় অনুষ্ঠিত হলো ২২ তম বোর্ড অফ কাউন্সিলর মিটিং

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয় অনুষ্ঠিত হলো ২২ তম বোর্ড অফ কাউন্সিলর মিটিং। বুধবার দুপুরে এই মিটিং শুরু হয় এবং এই মিটিংয়ে একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বড় ভিত্তিক সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং সাধারণ সদস্যদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত ওয়ার্ড উৎসব সম্পন্ন করার জন্য কাউন্সিলারদের বলা হয়েছে। পহেলা বৈশাখের দিন রাজ্য দিবস পালন করবে শিলিগুড়ি পুরনিগম। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২০০ তম জন্মজয়ন্তী জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করা হবে শিলিগুড়ি পুরনি গ্রামের পক্ষ থেকে একই সঙ্গে পালিত হবে মৃণাল সেন, সলিল চৌধুরী এবং ঋত্বিক ঘটকের জন্মজয়ন্তী। এই কর্মসূচি গুলি শিলিগুড়ি পুরনিগমের বার্ষিক ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পুরনিগমের যে নতুন বিল্ডিং রয়েছে তার কাজ পয়লা বৈশাখের আগেই শেষ করার পরিকল্পনা নিয়েছে পুরনিগম। এছাড়াও এদিন একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে শ্যামুকতল্যা বিদ্যুৎ দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করলো সিপিআইএম

আলিপুরদুয়ার ঃ স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে শামুকতলা বিদ্যুৎ দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করলো সিপিআইএম নেতৃত্বরা। আলিপুরদুয়ার দু'নম্বর ব্লকের শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের শামুকতলা চৌপতি দলীয় কার্যালয় থেকে একটি মিছিল করে তারা বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে যান, সেখানে স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে স্টেশন ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনা করেন।মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন সিপিএম নেতা বলাই সরকার , সাধন দাস ,টগর দাস, রিঙ্কু তরফদার ,কালিপদ দাস সহ সিপিআইএম নেতৃত্বরা।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বন্য হাতির মৃত্যুর ঘটনায় দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছে বন বিভাগ

আলিপুরদুয়ার ঃ ইলেকট্রিক শক লেগে বুনো হাতির মৃত্যু ঘটনায় অভিযুক্ত দুইজনকে গ্রেফতার করল বনদফতর। গত ২২ আগষ্ট কালচিনি ব্লকের সাঁতালি এলাকায় সুজিত ওরাও ও অজিত ওরাও এর ধান ক্ষেতে বিদ্যুৎ শক লেগে মৃত্যু হয় একটি পূর্ণবয়স্ক বুনো হাতির এই ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত দুজন পলাতক ছিল। বনদফতরের আধিকারিকরা জানান আজ দুজনকে কালচিনি ব্লকের গুদামডাবড়ী এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আলিপুরদুয়ার কোর্টে তোলা হল এবং এদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণ আইন অনুযায়ী মামলা করা হয়েছে।

তৃণমূল কর্মীদের উপস্থিতিতে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সভা

জলপাইগুড়ি ঃ 'তৃণমূল দল যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে তাতে ভয় পেয়েছে বিজেপি। এজন্য বারবার মিথ্যে অপপ্রচার চালাচ্ছে তারা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও অভিষেক ব্যানার্জি ওপর নানাভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে।' বুধবার লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি সভায় বার্তা দিলেন তৃণমূল নেতারা।তারা বলেন, 'ইডি, সিবিআই দিয়ে নেতা মন্ত্রীদের হেনস্থা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে সরকার থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল নেতা কর্মিদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে লড়াই চালাতে হবে। বিজেপিকে অবহেলা করবেন না। এই রাজনৈতিক দলকে একেবারেই বিশ্বাস করবেন না। আজও কলকাতায় বিজেপির সভা থেকে মমতা ব্যানার্জির ওপর আক্রমণ করা হয়েছে। তাই আমাদের এখন সচেতন হওয়ার সময় এসেছে। সঙ্গবদ্ধ লড়াই না করলে সামনে বড় বিপদ হতে পারে।' বুধবার
জলপাইগুড়ি সরোজেন্দ্রদেব রায়কত সাংস্কৃতিক কলাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় জেলা তৃণমূলের প্রস্তুতি সভা। এই সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন।
হাজারও নেতা কর্মীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, মহিলা দলের সভানেত্রী নুরজাহান বেগম, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন সহ জেলা স্তরের বিভিন্ন নেতা নেত্রীরা।

বোলেরো দুটি টোটোকে ধাক্কা দেয়, টোটো চালক সহ গাড়িতে থাকা ৩ জন গুরুতর আহত হয়

আলিপুরদুয়ার ঃ দাঁড়িয়ে থাকা দু'টি টোটোকে ধাক্কা মেরে উল্টে গেল বোলেড়ো গাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজলি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তার পাশে ২টি টোটো দাঁড়িয়ে ছিল, এবং টোটো চালক টোটোতে লাকড়ি বোঝাই করতে ছিল সেই সময় জটেশ্বর থেকে বীরপাড়া গামী দ্রুত গতিতে একটি বোলেরো গাড়ি টোটোতে ধাক্কা মেরে রাস্তাতে উল্টে যায়। টোটো চালক সামান্য আহত হয়। এবং গাড়িতে থাকা ৩জনের মধ্যে একজন গুরুতর জখম হয় এবং ২ জন সামান্য আহত হন বলে খবর। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

যুব সমাজ কে মাদক থেকে দূরে রাখতে সাত সকালে মাঠে পুলিশ সুপার

আলিপুরদুয়ার ঃ মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে বৃহস্পতিবার সকালে জটেশ্বরে উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে নামলেন আলিপুরদুয়ার জেলার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী। এদিন তিনি নিজে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মাঠে নামেন এবং শরীর চর্চা করেন। এদিন জেলা পুলিশ সুপার বলেন, এর আগেই জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ঘোষণা করে ছিলাম পুলিশের শীর্ষকর্তারা বিভিন্ন মাঠে যাবেন।সেই মতো আজ আমরা জটেশ্বরে মাঠে এসেছি।তিনি বলেন, মাঠের প্রতি ছেলেমেয়েদের আগ্রহ বাড়াতে পারলে তারা নেশার বস্তু থেকে দূরে থাকবে। তিনি আরো বলেন, যারা মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন তাদের সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে।আমরা সচেতন হলে তা অবশ্যই কমে যাবে। যুব সমাজ মাঠমুখী হলে তাদের ভুল পথে যাবার প্রবণতা কমে যাবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন, ফালাকাটা থানার আই সি সমিত তালুকদার, ছিলেন জটেশ্বর ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মা সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক গন।

পানীয় জলের কল থেকে অনবরত নোংরা জল বেরোচ্ছে, হেলদোল নেই পুর প্রশাসনের

জলপাইগুড়ি ঃ পানীয় জলের কল থেকে অনবরত নোংরা জল বেরোচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরেই এমন ঘটনা ঘটছে জলপাইগুড়ি পুরসভার ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন
এলাকায়।বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুরসভার পানীয় জলের কল থেকে বেরোচ্ছে ঘোলা আয়রন যুক্ত জল। যা পান করার অযোগ্য। অবিলম্বে পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবি তুলেছেন পুর এলাকার বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই নোংরা পানীয় জল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ পুরসভার ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। সমস্যা সমাধানের কোনও উদ্যোগ নেই পুর প্রশাসনের। এর ফলে জলের সমস্যায় চরম দুর্ভোগে রয়েছেন বাসিন্দারা। ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মহুয়া দত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, খুব শীঘ্রই সমস্যা সমাধান করা হবে।

ক্ষুদিরামপল্লীতে অবৈধ নির্মাণ ভাঙলো পুরনিগম

শিলিগুড়ি ঃ ক্ষুদিরামপল্লীতে অবৈধ নির্মাণ ভাঙলো পুরনিগম। এদিন একটি বাড়ির উপর তলায় থাকা টিনের অবৈধ স্ট্রাকচার ও নীচে বানানো বাথরুম ভেঙে দেওয়া হয়।ক্ষুদিরামপল্লীতে ওই বাড়িটিতে পুরনিগমে কোনও প্ল্যান পাস না করিয়ে ছাদে টিনের ছাউনি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও নীচে দুটি বাথরুম বানানো হয়েছিল। এদিকে বাড়িটির প্রথম ও দ্বিতীয় তলা বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এর আগে পুরনিগমের তরফে বাড়ির মালিককে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। বাড়ির মালিককে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতেও বলা হয়েছিল। তা না ভাঙায় এদিন পুরনিগমের কর্মীরা অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেয়। পুলিশের উপস্থিতিতে ওই নির্মাণ ভাঙা হয়।এদিকে ওই বাড়ির নীচে ওষুধের দোকান রয়েছে। উপরেও দুটি তলায় ওষুধ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম ছিল।সেগুলি সরিয়ে নেওয়ার জন্য পুরনিগমের কাছে সময় চান ব্যবসায়ী। পরে সেখানে যান বিসিডিএ এর সম্পাদক বিজয় গুপ্তা। পুলিশ ও পুরনিগমের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শন করলেন মেয়র

শিলিগুড়ি ঃ সাতদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে আসতে চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।শিলিগুড়িতে সভা করার কথা রয়েছে তার। আর মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে তৎপর প্রশাসন। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর সম্ভাব্য শিলিগুড়ির দুটি সভাস্থল পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, দার্জিলিং জেলার জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর,ত্বক্তগু জয় টুডু সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এদিন শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম ও উত্তরকন্যা পরিদর্শন করেন তারা। সূত্র মারফত জানা যায়, ৬ই ডিসেম্বর থেকে ১২ই ডিসেম্বর এই সাতদিনের মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বঃেদাপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফর। জানা যায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোর বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কার্শিং আসছেন।সুত্র মারফত আরো জানা যায় বিয়ের অনুষ্ঠান ছাড়াও একাধিক সরকারি ও দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দেবার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর।সেই সুবাদে আজ শহরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেরান সরকারি আমলা সহ জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, পুলিশ কমিশনার সহ অন্যান্যরা।
যদিও এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি কোনো প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

কোচবিহারের বিএড কলেজে সিবিআই তল্লাশি, চার কর্ণধারকে জেরা তদন্তকারী সংস্থার

কোচবিহারঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে কোচবিহারে পা পড়ল সিবিআইয়ের। কলকাতা, মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার কোচবিহারের একাধিক জায়গায় অভিযান চালায় এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এদিন সকালে সিবিআইয়ের দুটি দল কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে হানা দেয় শহরের পৃথক পৃথক জায়গায়। একটি দল যায় কোচবিহার রাজারহাটের ট্যাঙনমারি এলাকার একটি বিএড ও ডিএলএড টিচার্স ট্রেনিং কলেজে। অন্য দলটি পৌঁছায় এই কলেজের কর্ণধারের বাড়িতে। এই কলেজের অন্যতম কর্ণধার শ্যামল কর, অমল কর ও তাঁদের আরও দুই ভাইকে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই আধিকারিকরা।

কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে মিছিল করলো দার্জিলিং জেলা তৃণমূল নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেল

শিলিগুড়ি ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল করলো দার্জিলিং জেলা তৃণমূল নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেল। বৃহস্পতিবার দুপুরে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে এই বিক্ষোভ প্রতিবাদ পদযাত্রাটি করা হয়। এদিন এই বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র বিরোধিতা করার পাশাপাশি নাগরিকত্ব নাম করে CAA যে আইন পাস করা হয়েছে তা আসলে মতুয়া সমাজকে ধোকা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়।

ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত মোর বাজার এলাকা থেকে চারজনকে গ্রেফতার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। জানাযায়, গতকাল গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ঐ এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে আনুমানিক ১২ জন ডাকাতের উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল। অভিযান চালাতেই সেখান থেকে পালিয়ে যায় বাকিরা ও চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম মান্তু মজুমদার, পিঃটু রায়, সঞ্জয় রায়, ও রাজ চৌধুরী। ধৃত চারজনকে বৃহস্পতিবার পাঠানো হল জলপাইগুড়ি আদালতে।

পুরনো সোনার বদলে ১০০ শতাংশ নতুন সোনা কেনার সম্ভার নিয়ে হাজির জাতীয় স্তরের বাণিজ্যিক স্বর্ণ সংস্থা তানিস্ক

মালদা ঃ পুরনো সোনার বদলে ১০০ শতাংশ নতুন সোনা কেনার সম্ভার নিয়ে হাজির হলো জাতীয় স্তরের একটি বাণিজ্যিক স্বর্ণ সংস্থা । তানিস্ক নামে ওই সংস্থার পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে এই ঘোষণা করা হয়েছে। এদিন মালদার ইংরেজবাজার শহরের সর্বমঙ্গলাপল্লী সংলগ্ন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বাণিজ্যিক স্বর্ণ সংস্থার একটি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। যেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট সংস্থার এরিয়া ম্যানেজার তুষার জৈন এবং স্টোর ম্যানেজার সুধাংশু দত্ত সহ অন্যান্যরা।
বাণিজ্যিক স্বর্ণ সংস্থা তানিস্কের মালদা শাখার স্টোর ম্যানেজার সুধাংশু দত্ত জানিয়েছেন, যে কোন ধরনের পুরনো সোনার নিয়ে এলে ১০০ শতাংশ বর্তমান সোনার দামের মূল্যের বিনিময়ে নতুন সোনা কেনাকাটা করতে পারবেন গ্রাহকেরা। এছাড়াও সাড়ে তিন লক্ষ টাকা সোনার কেনাকাটি করলে ২৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে ।

দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সংস্কার না হওয়ায় রাস্তা যেন মরণ দশায় পরিণত হয়েছে। ঘটছে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা। সড়ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজাড় করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা

মালদা ঃদীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সংস্কার না হওয়ায় রাস্তা যেন মরণ দশায় পরিণত হয়েছে। ঘটছে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা। সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন বহু পথ চলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। দুটো তিনটে টোটো পাল্টি খেয়ে গাড়িচালক ও যাত্রীদের হাতপা ভেঙে ঘটছে বিপদ। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক সংলগ্ন মাত্র ৫০ থেকে ১০০ মিটার রাস্তাটি ২০১৭ সালে বন্যায় কেটে যায়। বর্তমানে রাস্তাটি পরিণত হয়েছে এবং সেই গর্তে চাকা চাকা নেমে টোটো পাল্টি খাচ্ছে প্রতিনিয়ত। রাস্তার এক প্রান্তে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নং ব্লক,বারদুয়ারি হাই স্কুল, ব্যাংক সহ বিভিন্ন অফিস। কুমেদপুর হয়ে বিহার যাওয়া যায়। প্রতিমুহূর্তে যান চলাচল করে রাস্তাটি দিয়ে। যার ফলে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষেরাও দুর্ঘটনার হাত থেকে মুক্তি পায় না। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে টোটো চালক সকলেই রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছে। যদিও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অবহেলার জন্যই রাস্তাটির সংস্কার হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

টাটা হাটিয়া মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিন এ আগুন, যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ মঙ্গলবার সকাল প্রায় ৮.৩০ এর সময় টাটা হাটিয়া মেমু যাত্রীবাহী ট্রেনটি সেরাইকেলাখারসাওয়ান জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের চান্ডিল মুরী রেলওয়ে সেকশনের লেটেমদা স্টেশনে থামলে স্টেশনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মেমু যাত্রীর ইঞ্জিনের ওপরের পেট্রোগ্রাফে আগুন দেখে স্টেশন চত্বরে তোলপাড় শুরু হয়। স্টেশন চত্বরে এদিক ওদিক ছুটতে থাকে মানুষ। ট্রেনে থাকা যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে রেলের কর্মীরা এসে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ট্রেনটিকে বিচ্ছিন্ন করে। রেলের কর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করেন, তথ্যের ভিত্তিতে সতর্কতা অবলম্বন করে মুরী স্টেশন থেকে টিআরডি টিম লেটেমদা রেলস্টেশনে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বলা হয়, ট্রেনের ইঞ্জিনের প্যাঃটাগ্রাফে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় একটি স্পার্ক হয়েছে যার ফলে আগুন উপরের দিকে দেখা গেছে। ট্রেন ম্যানেজার এবং ইলেকট্রিক দলের সহায়তায় ট্রেনটিকে মেরামত করে গন্তব্যে পাঠানো হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, মঙ্গলবার সকাল ৮.৩০ টার দিকে টাটা মেমু প্যাসেঞ্জার অন্যান্য দিনের মতো টাটানগর থেকে লেটেমদা রেলস্টেশনে পৌঁছলে ইঞ্জিনের উপরে আগুন দেখে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরে বিশেষজ্ঞ দল তাৎক্ষণিকভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। রেলযাত্রী বিকাশ ঠাকুর এবং সমীর মাহাতো জানান, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে টাটা মেমু ট্রেনে আগুন লাগে, যার জেরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তিনি জানান, টিম তাৎক্ষণিকভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ওমেন সেফটি একসেলেটর ফান্ড এর সহযোগিতায় ও জলপাইগুড়ি মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশ গ্রহনে

জলপাইগুড়ি ওমেন সেফটি একসেলেটর ফান্ড এর সহযোগিতায় ও জলপাইগুড়ি মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশ গ্রহনে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার চা বাগানে পঁচিশে নভেম্বর থেকে দশই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলছে মহিলা সুরক্ষা পক্ষ।অন্যান্য বাগানের পাশাপাশি ফালাকাটার কোচবিহার চা বাগানে পরিবেশিত হলো নাটকআচ্ছে সে রেহেনা ।মহিলা , শিশুদের ওপর সামাজিক , পারিবারিক হিংসা বন্ধ করতে , মানব পাচার রোধ করতে এই নাটক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে উদোক্তা ও দর্শকরা জানিয়েছেন ।

গ্যাসে গ্রাহকদের আঙ্গুলের ছাপ (বায়োমেট্রিক) আবশ্যিকরণ করা হয়েছে

মালদা। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রান্নার গ্যাসের দুর্নীতি বা জালিয়াতি কমাতে প্রত্যেক গ্যাসে গ্রাহকদের আঙ্গুলের ছাপ (বাযোমেট্রিক) আবশ্যিকরণ করা হয়েছে এবং ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখ শেষ সময়সীমা রয়েছে। তাই গ্যাসের বাযোমেট্রিক পদ্ধতির আওতায় আসতে গ্যাসের গ্রাহকরা সকাল থেকেই পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী ইন্ডিয়ান অয়েল গ্যাসের দপ্তরের সামনে লম্বা লাইন দিয়ে ভিড় জমান। এই নতুন নিয়মে গ্রাহকরাও সহমত প্রকাশ করেন । গ্রাহকরা জানান , এই পদ্ধতির ফলে যার নামে গ্যাস রয়েছে সেই গ্রাহকই তার আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে গ্যাস নিতে পারবে অন্য কেউ গ্যাস নিতে পারবে না। পাশাপাশি গ্যাস দপ্তরের কর্মীরাও জানান , এই পদ্ধতির ফলে গ্যাসের জালিয়াতি কমানো যাবে, সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে একজনের গাছ আরেকজন যেন না তুলতে পারে । গ্রাহকরাও এই পদ্ধতিতে সহমত প্রকাশ করছেন তা এই লম্বা লাইন এবং ভিড় দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন জেলাশাসক

আলিপুরদুয়ার ঃ প্লাস্টিক ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে আগের থেকেই।কিন্তু আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন স্থানে এখনও রমরমিয়ে চলছে প্লাস্টিকের ব্যবহার।প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন জেলাশাসক বিপ্লব সরকার।বুধবার আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন বাজারে তাকে অভিযান চালাতে দেখা যায়।একটি দোকান থেকে এক বস্তা প্লাস্টিক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।কিছু হোটেল থেকে পচা আলু,পুরোনো মেখে রাখা আটা উদ্ধার হয়েছে।বিপ্লব সরকার জানান,এই অভিযান চলছে।প্লাস্টিক ও পচা খাবারের ব্যবহার চলবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রেলগেটের ভেতরে আটকে পড়ল বেশ কয়েকটি চারচাকার গাড়ি

জলপাইগুড়ি ঃ রেলগেটের ভেতরে আটকে পড়লো বেশ কয়েকটি চারচাকার গাড়ি। এরমধ্যে রয়েছে একটি ট্রাক্টরও। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহরের ১ নম্বর গুমটি এলাকায়। ওই সময় ট্রেন আসার কথা ছিল ওই লেভেল ক্রসিংয়ে। যদিও গেটম্যানের তৎপরতায় বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেল ওই গাড়িচালকরা। বুধবার সাত সকালে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করে বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন স্থানীয় পথচারীরা। কিছু মানুষের অসাবধানতার কারণেই ১ নম্বর গুমটি রেল ক্রসিংয়ে রেলগেট বন্ধ করার সময় বেশ কয়েকটি বড় গাড়ি ও বাইক ভিতরে রয়ে যায়। এদিকে ট্রেন আসার সময় হয়ে গিয়েছিল। এজন্য তাদের বের করতে গিয়ে একটি গেট খুলে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত রক্ষা পান ওই গাড়ি চালকরা।

পিকআপ ভ্যানে করে ধানের আরালে শালকাঠ নিয়ে যাওয়া পরিকল্পনা বানচাল করলো বৈকুণ্ঠপুর ডিবিশনের ডাবগ্রাম রেঞ্জ অফিস

শিলিগুড়ি ঃ গতকাল রাত্রে ইষ্টান বাইপাশ দিয়ে একটি পিকআপ ভ্যানে করে ধানের আরালে শালকাঠ নিয়ে যাওয়া পরিকল্পনা বানচাল করলো বৈকুণ্ঠপুর ডিবিশনের ডাবগ্রাম রেঞ্জ অফিস ।গৌপনসুত্রে খবর পেয়ে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে সামনে একটি পিকআপ ভেন আটক করলে ধানের আরালে তিনটি শাল কাঠের লোক পায় ।আনুমানিক বাজার মূল্য লক্ষাধিকটাকা।একজনকে গেপ্তার করে বনো বিভাগ।ধৃত আসামি এর আগেও পাচারের সাথে যুক্ত ছিলো এই কাঠগুলি বিহারের নিয়ে যাওয়া পরিকল্পনা ছিলো।এই বিষয় ডাবগ্রাম রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার শ্যামাপ্রসাদ চাকলাদার বলেন.......

দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ৫১,০০০ চিঠি লিখে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল ছাত্র ও যুব নেতারা

জলপাইগুড়ি ঃ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ৫১,০০০ চিঠি লিখে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল ছাত্র ও যুব নেতারা। অভিযোগ, কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিহিংসার বশে বাংলার ন্যায্য পাওনা আটকে রেখেছে। সেইসঙ্গে, দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব প্রসঙ্গে কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল যুব নেত্রী সায়নী ঘোষ ও ছাত্র নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। তাঁদের বক্তব্য, অমিত শাহের কলকাতা সফরের সময়েই তাঁর সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই চিঠিগুলি লেখা হয়েছে।তৃণমূল যুব রাজ্য সভানেত্রী সায়নী ঘোষ অমিত শাহকে উদ্দেশ্য করে চিঠিতে লিখেছেন, আপনি যখন আপনার দলের কর্মি ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে দলিয় কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন, তখন সেখানে বাংলার একজন তরুণ ভোটার হিসেবে আমি কিছু জরুরী প্রশ্নের উত্তর চাই।

সম্পাদকীয়

এবার লাটভিয়াকে হুমকি দিলেন পুটিন

লাটভিয়ায় রুশ সংখ্যালঘুদের প্রতি অন্যায় আচরণের অভিযোগ তুলে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুটিন প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছেন। ফলে ইউক্রেনের পর ন্যাটোর সদস্য এই দেশ রাশিয়ার রোষের মুখে পড়বে কিনা, সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক প্রজাতন্ত্রেই ঐতিহাসিক কারণে রুশ জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে। ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণে সেই রুশ জনগোষ্ঠীর প্রতি অবিচারের অভিযোগ তুলে রাশিয়া গত দশক থেকে ইউক্রেনের উপর চাপ বাড়িয়ে চলেছে। ২০১৪ সালে ক্রাইমিয়াসহ সে দেশের অনেক জমি বেদখল করেছে মস্কো। ২০২২ সালে শুরু হওয়া হামলা এখনো চলছে। এবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন বাল্টিক অঞ্চলের দেশ লাটভিয়ায় রুশ সংখ্যালঘুদের প্রতি অন্যায়ের অভিযোগ তোলায় দুশ্চিন্তা বাড়ছে।

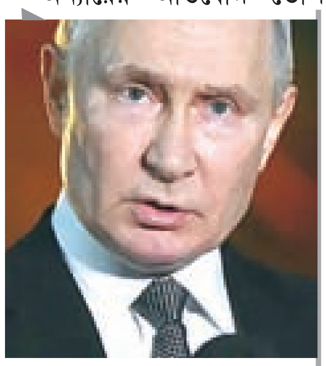

উল্লেখ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর সদস্য সেই দেশে রুশ সংখ্যালঘু মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৮ লাখ। অর্থাৎ প্রতি চার জনের মধ্যে একজনেরই রাশিয়ায় শিকড় রয়েছে। তবে অনেকেরই লাটভিয়ার নাগরিকত্ব নেই। সোমবার মস্কোয় পুটিন বলেন, যারা এমন নীতি গ্রহণ করছে তারা সুখের মুখ দেখবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। তার মতে, যারা জনসংখ্যার একাংশের প্রতি 'শুকরের মতো আচরণ' করে, সেই নীতি তাদের বিরুদ্ধে গেলে বিস্ময়ের কারণ থাকা উচিত নয়। সংবাদ সংস্থা টাসএর সূত্র অনুযায়ী রাশিয়ার মানবাধিকার পরিষদে পুটিন এই বক্তব্য রাখেন। সেই পরিষদে লাটভিয়ার রুশ জনগোষ্ঠীর জন্য আইন পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা চলছে। যে সব দেশ রুশদের প্রতি বৈষম্য দেখাচ্ছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্কে রদবদলেরও হুমকি দিয়েছেন পুটিন। তিনি বলেন, তারা ঐতিহাসিক বাসভূমিতে ফিরতে চাইলে রাশিয়া প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করবে। তবে পুটিন স্বীকার করেন, রুশ বংশোদ্ভূত মানুষকে দেশছাড়া করলে রাশিয়ার কিছু করণীয় নেই। ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলা শুরু হবার পর থেকে লাটভিয়ার সরকার নাগরিক নয় এমন মানুষের জন্য ভাষার পরীক্ষা চালু করেছে। তাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজ চালানোর মতো ভাষাজ্ঞান আছে কিনা, সেটা জানতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। অন্যথায় রেসিডেন্স পারমিট বাতিল করার আশঙ্কাও রয়েছে। লটাভিয়ার প্রতি পুটিনের প্রচ্ছন্ন হুমকি শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংঘাতে পরিণত হবে কিনা, সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে। ন্যাটোর সদস্য দেশ হিসেবে সে দেশ আক্রান্ত হলে বাকি সদস্যরাও সুরক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইউক্রেনের পাশাপাশি নতুন একটি দেশে হামলা চালানোর জন্য যথেষ্ট সামরিক ক্ষমতা রাশিয়ার আছে কিনা, সে বিষয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। তবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বাল্টিক অঞ্চলের দেশগুলির কড়া অবস্থান সম্প্রতি নজর কেড়েছে। সম্প্রতি ওএসসিই সম্মেলনে রাশিয়াকে আমন্ত্রণ জানানোয় এস্টোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়েনিয়া সম্মেলনে যোগ দেয় নি।

যুদ্ধ, সংঘাত বাড়লেও অস্ত্র বিক্রি কমেছে

২০২২ সালে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ অস্ত্র নির্মাতার বিক্রি কমেছে বলে জানিয়েছে স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইন্সটিটিউট বা সিপ্রি।

অস্ত্র ও সামরিক সেবা বিক্রি থেকে কোম্পানিগুলো প্রায় ৬০০ বিলিয়ন ডলার বা ৬৬ লাখ ১৮ হাজার কোটি টাকা আয় করেছে। তবে এই অর্থ ২০২১ সালের চেয়ে সাড়ে তিন শতাংশ কম বলে জানিয়েছে সিপ্রি।

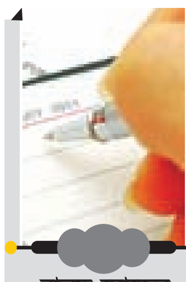

রালফ বোজেন
প্রাবন্ধিক

২০১৫ সাল থেকে প্রতিবছর ১০০টি শীর্ষ অস্ত্র নির্মাতাদের নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে সিপ্রি। প্রতিবছরই তাদের আয় বাড়লেও ২০২২ সালে প্রথমবারের মতো আয় কমেছে বলে সিপ্রি জানিয়েছে।

সিপ্রি বলছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অনেক অস্ত্র নির্মাতা বিভিন্ন কারণে অস্ত্র উৎপাদন বাড়াতে পারেনি। কারণগুলোর মধ্যে আছে জনবল সংকট, দাম বৃদ্ধি, করোনা মহামারি ও ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সরবরাহ ব্যবস্থায় সমস্যা ইত্যাদি।

ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহৃত বেশিরভাগ অস্ত্র যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সংগ্রহশালা থেকে গেছে। সে কারণে অস্ত্র খাত বেশি আয় করতে পারেনি। এছাড়া বড় অস্ত্র কোম্পানিগুলো বিমান, জাহাজ ও ক্ষেপণাস্ত্রের মতো ব্যয়বহুল অস্ত্র তৈরির দিকে নজর দেয়াও আয় কমার একটি কারণ বলে জানিয়েছে সিপ্রি।

শীর্ষ ১০০ অস্ত্র নির্মাতার তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের ৪২টি কোম্পানি আছে। ২০২২ সালে তারা আয় করেছে ৩০২ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২১ সালের চেয়ে ৭.৯ শতাংশ কম। তবে সিপ্রি ধারনা করছে, দীর্ঘমেয়াদি আদেশগুলো আগামী বছরগুলোতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

শীর্ষ ১০০-তে থাকা ইউরোপের কোম্পানিগুলো ২০২২ সালে ১২১ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে, যা ২০২১ সালের চেয়ে ০.৯ শতাংশ বেশি।

জার্মানির চারটি কোম্পানি সিপ্রির তালিকায় স্থান পেয়েছে। ২০২২ সালে তাদের আয় ছিল ৯.১ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২১ সালের চেয়ে ১.১ শতাংশ বেশি। চারটির মধ্যে একমাত্র ট্যুসেনক্রুপ কোম্পানির আয় ২০২২ সালে কমেছে। তাদের আয় ১৬ শতাংশ কমে ১.৯ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। ২০২১ সালের তুলনায় কম জাহাজ সরবরাহ করায় তাদের আয় কমেছে বলে সিপ্রি জানিয়েছে। শীর্ষ ১০০তে জার্মান কোম্পানিগুলোর অবস্থান : রাইনমেটাল (২৮তম), ট্যুসেনক্রুপ (৬২তম), হেনজলট (৬৯তম) ও ডিল (৯৩তম)।

এদিকে, পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে সিপ্রি রাশিয়ার কোম্পানিগুলোর আয়ের বিস্তারিত তথ্য পায়নি। সে কারণে শীর্ষ ১০০-তে রাশিয়ার মাত্র দুটি কোম্পানি জায়গা পেয়েছে। এগুলো হলো রসটেক (দশম) ও ইউনাইটেড শিপবিল্ডিং কর্পোরেশন (৩৬তম)। তাদের আয় ১২ শতাংশ কমে ২০.৮ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। সিপ্রির প্রতিবেদনের অন্যতম লেখক শিয়াও লিয়াং ডিডাব্লিউকে বলেন, রুশ সরকার অস্ত্র কোম্পানিগুলোকে পুরো তথ্য প্রকাশ করতে দেয়নি, কারণ সেক্ষেত্রে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে সরকারের বক্তব্য প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে।

এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলের ২২টি কোম্পানি শীর্ষ ১০০-তে স্থান পেয়েছে। ২০২২ সালে তাদের আয় ৩.১ শতাংশ বেড়ে ১৩৪ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। ফলে টানা দ্বিতীয় বছরের মতো এই অঞ্চলের কোম্পানিগুলোর আয় ইউরোপের চেয়ে বেশি হয়েছে।

চীনের আটটি কোম্পানি তালিকায় স্থান পেয়েছে। এরমধ্যে তিনটির অবস্থান শীর্ষ ১০-এ আছে। ২০২২ সালে চীনা কোম্পানিগুলোর আয় ছিল ১০৮ বিলিয়ন ডলার, যা বৈশ্বিক অস্ত্র বিক্রির আয়ের ১৮ শতাংশ। একক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পরেই আছে চীন।

তালিকায় থাকা মধ্যপ্রাচ্যের সাত কোম্পানির আয় ছিল ১৭.৯ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের চেয়ে ১১ শতাংশ বেশি। সিপ্রি বলছে, এই কোম্পানিগুলো প্রযুক্তিগতভাবে সর্বাধুনিক নয় এমন অস্ত্র তৈরিতে পারদর্শী। সে কারণে তারা চাহিদা তৈরি হওয়ার পর দ্রুত তাদের উৎপাদন বাড়াতে পারে। তুরস্কের চারটি কোম্পানির এই সুবিধা থাকায় ২০২২ সালে তাদের আয় ২২ শতাংশ বেড়ে ৫.৫ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। তুরস্কের বায়কার কোম্পানি তাদের ড্রোনের কারণে প্রথমবারের মতো সিপ্রির তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। ২০২২ সালে তাদের বিক্রি বেড়েছে ৯৪ শতাংশ।

ইলেকট্রিক গাড়ির জন্য মোবাইল চার্জিং স্টেশন

মারিয়ন হ্যুটার

ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যবহার বাড়াতে হলে চার্জ দেওয়ার স্টেশনের সংখ্যা বাড়াতে হবে। জার্মানিতে এই কাজটি ধীরে এগোচ্ছে।

এই অবস্থায় এমই এনার্জি নামে বার্লিনের একটি স্টার্টআপ বিশ্বের প্রথম অফগ্রিড ফাস্ট চার্জিং স্টেশন তৈরি করেছে, যা নিজেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। ফলে বিদ্যুতের জন্য গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রয়োজন হয় না।

এমই এনার্জির সহপ্রতিষ্ঠাতা ইনেস আডলার একসময় ইন্টারনাল কম্বাশন ইঞ্জিন বানাতেন। এখন তিনি ইমোবিলিটি খাত এগিয়ে নিতে তার জ্ঞান কাজে লাগাচ্ছেন। তিনি বলেন, ছয় টন ওজনের একটি বাক্সের মধ্যে একটা জেনারেটর থাকে, যেটা ইথানল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে।

প্রযুক্তিটির মেধাসত্ব নেওয়া হয়েছে। চাহিদা অনেক। আগামী বছর উৎপাদন দ্বিগুন করা হবে।

ইকারের ব্যবহার বাড়ানোর অন্যতম পূর্বশর্ত, চার্জ দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত স্টেশন থাকা।

এ বছরের শেষ নাগাদ জার্মানির রাস্তায় প্রায় ১৫ লাখ ইকার চলবে। কিন্তু চার্জিং পয়েন্ট আছে মাত্র ৯০ হাজারটি। ২০৩০ সালের মধ্যে ইকারের সংখ্যা ১০ গুন বাড়ানো আর চার্জিং পয়েন্টের সংখ্যা ১০ লাখ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

তবে বাস্তবতা হয়ত ভিন্ন।

পিডাব্লিউসি জার্মানির ইলেকট্রোমোবিলিটি প্রধান হাইকো সাইটস বলছেন, ''ভালো খবর হচ্ছে, আমাদের দেড় কোটির লক্ষ্য পূরণ হবে না। তাই আমাদের ১০ লাখ চার্জিং স্টেশনেরও প্রয়োজন হবে না যদিও দেড় কোটি গাড়ির জন্য আসলে এতগুলো স্টেশনের প্রয়োজন ছিল না। আমরা হিসেব করে দেখেছি, এক কোটি ২০ লাখ গাড়ির জন্য প্রায় চার লাখ চার্জিং স্টেশন লাগবে।''

অর্থাৎ ২০৩০ সাল নাগাদ চার লাখ চার্জিং স্টেশন প্রয়োজন হবে। তার মানে প্রতি সপ্তাহে গ্রিডে এক হাজার চার্জিং স্টেশন যুক্ত করতে হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত গতি খুব ধীর। কারণ পরিকল্পনাটি জটিল। আর সময়ও অনেক লাগছে। অনেক ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কও শক্তিশালী করতে হচ্ছে।

এসবের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন যা আরেকটি সমস্যা।

চার্জিং পয়েন্ট সাধারণত শহর এলাকা বা মহাসড়কের পাশে বসানো হচ্ছে।

জনসংখ্যা কম এমন জায়গায় চার্জিং স্টেশনের সংখ্যা খুব কম। ''কারণ, বিনিয়োগকারীরা সেখানেই বিনিয়োগ করেন যেখানে চার্জিং অবকাঠামো বসিয়ে সবচেয়ে বেশি লাভ করা যায়। জার্মানি হোক বা অন্য কোথাও, একটি দেশের সব জায়গায় সমান সংখ্যায় ইলেকট্রিক গাড়ি চলে না। তাই আমরা শুধু শহর এলাকাতেই বিনিয়োগ দেখছি,'' বলেন পিডাব্লিউসি জার্মানির ইলেকট্রোমোবিলিটি প্রধান সাইটস।

স্টার্টআপের জন্য এটি একটি সুযোগ। শুরুতে তাদের ক্রেতাদের খুব বেশি বিনিয়োগ করতে হবে না।

এমই এনার্জির সহপ্রতিষ্ঠাতা আলেকজান্ডার সল বলেন, ''এমন জায়গা আপনি সবসময় পাবেন যেখানে চার্জিং অবকাঠামো বসানো লাভজনক হবে না। আমাদের সুবিধা হচ্ছে, আমাদের স্টেশনগুলো ভাড়া দেয়া যায়। ক্রেতারা দুই, পাঁচ বা সাত বছরের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। এরপর ফেরত দিতে পারেন। বা অন্য স্থানে নিয়ে যেতে পারেন।''

অন্য আরও অনেক পরিকল্পনা আছে।

চার্জ শেষ হয়ে যাওয়া ব্যাটারি স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে চার্জপূর্ণ ব্যাটারি লাগানোর পরিকল্পনা করছে চীনা গাড়ি নির্মাতা নিও।

হাইকো সাইটস বলেন, ''এসব পদ্ধতি কেবেল দিয়ে চার্জ করার বিকল্প নয়। বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি থাকার বিষয়টি ভালো। আমরা ভবিষ্যতের জন্য ইন্ডাকশনের কথাও বলছি। এতে আরও সময় লাগবে, তবে শুধু কেবেল দিয়ে চার্জ করার বাইরেও আরও কিছু থাকবে।''

প্রযুক্তিগতভাবে অনেককিছুই সম্ভব, কিন্তু কত তাড়াতাড়ি? এবং পরিবেশের উপর কেমন প্রভাব ফেলবে?

ইমোবিলিটি খাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন কমাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্রুত পরিবেশবান্ধব করতে হবে। কারণ বর্তমানে মাত্র অর্ধেক বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে তৈরি হচ্ছে।

সাময়িকী

'ইন্ডিয়া' জোটে প্রবল চাপের মুখে কংগ্রেস

হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্যে বিজেপির জয়ের পর প্রশ্নচিহ্ন বিরোধী জোটের ভবিষ্যতে। কংগ্রেসের দিকেআঙুল তুলছে বিরোধীরা।

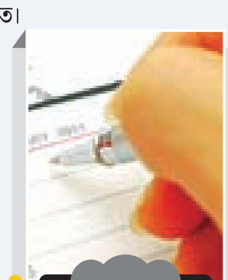

পায়েল সামন্ত
প্রাবন্ধিক

মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে কংগ্রেসের হারের পর বিজেপি বিরোধী জোট ''ইন্ডিয়া'র বিভিন্ন শরিক দল বেসুরে কথা বলছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভারতের সংসদে তৃতীয় বৃহত্তম দল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বলেন, এটা মানুষের হার নয়, কংগ্রেসের হার। মানুষ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিতে চেয়েছে। কংগ্রেসের প্রতি তার বার্তা, শুধু প্রচার করলে হবে না, আদর্শের সঙ্গে কৌশল যোগ করতে হবে। এই কৌশল প্রসঙ্গে আসন সংক্রান্ত বোঝাপড়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন তৃণমূলনেত্রী। তার মন্তব্য, আমরা বারবার বলেছি আসন ভাগাভাগি করতে হবে। সেটা করলে এই হার হতো না। রাহুল ব্রিগেডকে দায়ী করে মমতা বলেন, শরিকরাই ১২ শতাংশ ভোট কেটেছে। একটা দল ছয়টি আসন চেয়েছিল। তাদের তিনটি আসন দিতে পারত। কিন্তু কংগ্রেস দেয়নি। একথা তৃণমূল নেত্রী মধ্যপ্রদেশ প্রসঙ্গে বলেছেন। 'ইন্ডিয়া' জোটের অন্যতম শরিক সমাজবাদী পার্টি কংগ্রেসের কাছ থেকে আসন চেয়েছিল। কিন্তু ওই রাজ্যের শীর্ষ কংগ্রেস নেতা কমলনাথ সেই প্রস্তাবে রাজি হননি। বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে যদি এই পরিস্থিতি হয়, তা হলে জাতীয় স্তরের লোকসভা নির্বাচনে কীভাবে আসন সমঝোতা করবে বিরোধী জোট? প্রদেশ নেতাদের দায়?

তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কম্যান্ড' সমঝোতায় বাধা দেয়ার জন্য কার্যত দায়ী করছেন প্রদেশ নেতৃত্বকে। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীসহ অন্যান্য রাজ্য নেতারা তৃণমূলের সঙ্গে বোঝাপড়ার ঘোর বিরোধী। অভিষেকের মন্তব্য, প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব আত্মতুষ্টিতে ভুগছেন। যোগ্যদের সুযোগ না দিয়ে প্রচারের আলোয় থাকতে চাইছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীসহ বিজেপি নেতারা বিরোধী জোটকে কটাক্ষ করছেন গোড়া থেকে। মোদী বলেছেন, কোথাও বন্ধুত্ব, কোথাও বিবাদ। দুর্নীতিগ্রস্তরা নিজেদের বাঁচাতে এক হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেছেন, আমরা ভোটে হেরেছি বলে মোদী পরামর্শ দিচ্ছেন, দিদি পরামর্শ দিচ্ছেন। আমাদের কারো পরামর্শের দরকার নেই। ভোটের আগে একবারও বিজেপিকে হারানোর ডাক দেননি কেন?

শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন, জোটের অন্যান্য শরিকরাও কংগ্রেসের সম্পর্কে উষ্মা প্রকাশ করছে। বুধবার ৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে জোটের বৈঠক ডেকেছিল কংগ্রেস। কিন্তু তা স্থগিত রাখা হয়েছে। তৃণমূল নেত্রী শুধু নন, এই বৈঠকে গরহাজির থাকতেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও জেডিইউ নেতা নীতীশ কুমার ও সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবও। তৃণমূলনেত্রী বলেছেন, তাকে বৈঠকের কথা কেউ জানায়নি। জোটের শরিকদের ক্ষোভ, সকলের সঙ্গে আলোচনা না করে কংগ্রেস বৈঠক ডাকছে! সূত্রের খবর, চাপের মুখে বৈঠক বাতিল হয়েছে। পরে বৈঠকের দিনক্ষণ জানানো হবে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, আদৌ কি জোট দানা বাঁধবে? আসন সমঝোতা তো দূর অস্ত! সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য বলেন, ইন্ডিয়া জোটের সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। বিজেপিকে রুখতে তাদের একজোট হতে হবে, এটা তারা জানে। নইলে সকলে বিজেপির আক্রমণের মুখে পড়বে। কংগ্রেসকে আরো উদার মানসিকতা নিয়ে ছোট দলগুলির সঙ্গে জোট করতে হবে। বিধানসভা নির্বাচনে জয় মানেই লোকসভায় তার পুনরাবৃত্তি হবে, এমনটা নাও হতে পারে। কংগ্রেস ও বিরোধী শিবির থেকে এ কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র বলেন, ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বিজেপি ও কংগ্রেসের মুখোমুখি লড়াই হয় ১৯২ কেন্দ্রে। বিজেপি জিতেছিল ১৭৬ আসনে। তারপর থেকে কংগ্রেসের ভোট কিন্তু বাড়েনি। এর উপর বিরোধী ভোট ভাগের ফলে এবার বিজেপির সুবিধা হয়েছে, পরেও হতে পারে। যে যেখানে শক্তিশালী, সেখানে তারাই বিজেপির মোকাবিলা করুক, এই ফর্মুলার পক্ষে সওয়াল করছে বিরোধী জোটের শরিকরা। তা হলে কি আম আদমি পার্টিকে দিল্লি ও পাঞ্জাবে জমি ছেড়ে দেবে কংগ্রেস? উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি ও বঙ্গে তৃণমূলকে সমর্থন দিতে রাজি হবেন প্রদেশ নেতৃত্ব? তার থেকেও বড় কথা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস কি অন্য বিরোধী দলকে আসন ছাড়বে?

জানা অজানা

অনুকরণ নয়,,অনুসরণ করুন

সুনীল কুমার দে

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মূর্খ,পরের ভাব অনুকরণ করিলে কোনো কিছুই নিজের হয় না,নিজে না অর্জন করিলে কোনো কিছুই নিজের হয় না।তাই অনুকরন নয়,অনুসরণ করো।

সত্যি স্বামীজীর কথা কতখানি যে মূল্যবান আজ ভারতীয় সমাজের দিকে চোখ বুলালেই বুঝতে পারা যায়।এমনি তেই ভারতবর্ষের লোক খুবই অনুকরনপ্রিয়।পরের যা দেখবে তাই অনুকরণ করবে। খাওয়া,দাওয়া,সাজ পোশাক,চুল কাটা থেকে নিয়ে ফাটা জামা পেন্ট পরা পর্যন্ত।কোনটা ভালো,কোনটা খারাপ তা বিচার করার ও সময় নেই।সিনেমার নায়ক নায়িকারা যে সব করছে তাই আমাদের ও করতে হবে ,চোখ বন্ধ করে অনুকরণ।পরের অনুকরণ করতে গিয়ে ভারতের নর নারীরা আজ তাদের শিক্ষা, দীক্ষা, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম,পরম্পরা গুলো কে ভুলতে বসেছে।বিদেশি ভাষা ,সংস্কৃতি,সাজ পোশাক, খাওয়া, দাওয়া, আচার আচরণ প্রভৃতি পুরোপুরি ভাবে আজ ভারতীয় সমাজ কে গিলে ফেলেছে।আমাদের ভারতীয় সমাজে হ্যালো,হ্যায় ছিলো না,হ্যান্ড স্যাক ছিলো না,মোম ডেড ছিলো না,কেক কেটে ও মোমবাতি নিভিয়ে হ্যাপি ব্যার্থ ডে পালন ছিলো না,বুড়ো বয়সে বিবাহ বার্ষিকী ছিলো না,ছোটো কাপড় পরা ছিলো না,মেয়েদের জিন্স গেঞ্জি পরা ছিলো না,পার্টি তে মদ খেয়ে নাঙ্গা নাচ ছিলো না, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাসনে মদ খাওয়া অনিবার্য ছিলো না, নাইট ক্লাব ছিলো না,খোলাখুলি যৌনাচার ছিলো না,বিয়ের আগেই সন্তান উৎপাদন করা ছিলো না,ফাদার্স ডে,মাদার্স ডে প্রভৃতি ছিলো না,মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রামে পাঠানোর রীতি রেওয়াজ ছিলো না।এ গুলো সবই ধার করা,বিদেশিদের অন্ধ অনুকরন। আমি বলছি না যে বিদেশিদের সব কিছুই খারাপ,কিছুই গ্রহন যোগ্য নয়।তাদের কাছে অনেক ভালো জিনিষ আছে ও ভালো গুন আছে যা কিন্তু আমরা অনুকরণ বা গ্রহন করি না।বিদেশেদের অনেক লোক আজ কাপড় খোলা ছেড়ে দিয়ে আমাদের দেশের কাপড় পড়তে শুরু করেছে আর আমাদের দেশের লোক কাপড় খুলতে শুরু করেছে।বিদেশের অনেক মেয়েরা ভারতীয় নারীদের মত শাখা, সিঁদুর, আলতা, শাড়ি পড়ছে,ব্রত উপবাস করছে ও হরিনাম করছে আর আমাদের দেশের অনেক মেয়েরা পরাধীনতার চিন্হ বলে ও আধুনিকতার নামে সে সব বর্জন করতে চলেছে।

পাঠকের চিঠি

এইডস নিয়ে সচেতনতা বাড়ুক

১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৮৮ সালে প্রতি বছর ১ ডিসেম্বরকে বিশ্ব এইডস দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়।এইডস নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সংক্রমণ আটকাতে জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই দিবস পালন। 'এইডস' নামটি শুনলেই অনেকে ভয় পেয়ে বসেন। ভাবেন এইডস হলেই হয়তো মৃত্যু অবধারিত। এইডস নিয়ে আজও মানুষের মনে সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। একুয়ার্ড ইমুওনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম বা এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলেই আমরা তাকে বলি এইডস আক্রান্তরুগী। কিন্তু এইডস হলেই মৃত্যু নিশ্চিত এমন ভাবনা অমূলক। আজ চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে। সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে চিকিৎসা করালে এইচআইভি আক্রান্ত রোগীকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এইডস নিয়ে সচেতনতার অভাব? এইডস কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়। এইডস আক্রান্ত রোগীকে স্পর্শ করলে রোগ ছড়ায় না এমন সরকারী স্বাস্থ্যবিধানকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এইডস কে প্রতিহত করতে হবে। সঠিক ও নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধান মেনে চললে হয়তো আমরা সকলে এইডস মুক্ত ভারত গড়তে পারবো। আজ এইডস সচেতনতায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সচেতনতাই এই সংক্রমণ আটকানোর একমাত্র পথ।

শংকর সাহা , দক্ষিণ দিনাজপুর, প.ব.

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের সাক্ষাৎ

ডিমাপুর কোহিমা রেল সংযোগী প্রকল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ

সব্যসাচী দে

মালিগাঁওঃ নাগাল্যান্ডে রেলওয়ে প্রকল্প সম্পর্কে ০৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নেইফিউ রিওর সাথে সাক্ষাৎ করলেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব। দুজনের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে নাগাল্যান্ডে বিভিন্ন রেলওয়ে প্রকল্পের মসৃণ ও সহজ পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্বেগ সম্পর্কিত বিষয়গুলির রূপরেখা তৈরি করা নিয়ে আলোচনা হয়।

মলভোম ও ফেরিমা পর্যন্ত নির্মীয়মাণ ধনসিরি জুজবা নতুন লাইন প্রকল্পের রেল সংযোগ ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বাস দেন জেনারেল ম্যানেজার। রাজ্য কর্তৃপক্ষের অনুরোধে রেলওয়ে মলভোমে একটি গুডস ইয়ার্ডও নির্মাণ করবে। পাশাপাশি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে রাজ্যটির প্রয়োজন অনুযায়ী রেল পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে বলেও জেনারেল ম্যানেজার আশ্বস্ত করেন।

রেলওয়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য রাজ্যে একটি উচ্চস্তরের কমিটি গঠনের অনুরোধও নাগাল্যান্ডের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন। এখন থেকে কমিটিটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বৈঠকে বসবে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই অঞ্চলটিতে রেলওয়ে পরিকাঠামো পুনর্নির্ধারণ করার লক্ষ্য ধার্য করেছে। ২০২৬ সালের মধ্যে চালু করার জন্য নির্মীয়মাণ কোহিমা সংযোগী প্রকল্পের পাশাপাশি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে নাগাল্যান্ড ও মণিপুরের রাজধানী শহর যথাক্রমে কোহিমা ও ইম্ফলের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ রেল সংযোগ প্রদানেরও লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এর স্থিতি সম্পর্কেও জেনারেল ম্যানেজার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করেন। জুজবা-ইম্ফল নতুন লাইনের জন্য রিকনেসান্স ইঞ্জিনিয়ারিং কাম ট্র্যাফিক সার্ভে সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই নতুন লাইনটির জন্য শীঘ্রই চূড়ান্ত স্থানের সমীক্ষা শুরু করার পর্যায়ে রয়েছে, যার চুক্তি ইতিমধ্যে হয়ে গেছে।

উল্লেখযোগ্য, ২০২২ সালে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নাগাল্যান্ডে শখুভি রেলওয়ে স্টেশন খুলেছিল। শখুভি হলো ডিমাপুরের পরে নাগাল্যান্ডে দ্বিতীয় রেল স্টেশন, যা ১০০ বছরেরও অধিক সময়ের ব্যবধানে খোলা হয়। ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একাধিক নতুন রেলওয়ে লাইন সংযোগী প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির রূপান্তরের প্রতি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। দেশের অবশিষ্ট অংশের সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যের রাজধানীকে সংযুক্ত করতে নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণ শীর্ষ অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

কংগ্রেসের পরাজয়কে মহাভারতের অভিমন্যু বধের সঙ্গে তুলনা করা সভাপতি ভূপেন বরাকে অপমান এবং উপহাস করার জন্য সাধারণ জনতার কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার

মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান ছত্রিশগড়ের সাধারণ ভোটার কৌরব কি প্রশ্ন মন্ত্রীর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ পূর্বানুমান ভেঙে দিয়ে তিন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে বিজেপির জয়কে কেন্দ্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তবে প্রতিক্রিয়া হিসাবে কংগ্রেসের পরাজয়কে মহাভারতের অভিমন্যু বধের সঙ্গে তুলনা করা সভাপতি ভূপেন বরাকে অপমান এবং উপহাস করার জন্য সাধারণ জনতার কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তাছাড়া মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান ছত্রিশগড়ের সাধারণ ভোটার কৌরব কি, কংগ্রেস কংগ্রেস সভাপতিকে এই প্রশ্ন করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত ৩ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গুয়াহাটি মহানগরের রাজপথে বিজয় উৎসব পালন করবে বলে ঘোষণা করেছিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তবে তিন রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল দেখার পর ৩ ডিসেম্বর নয় বরং ২৪ ঘন্টার পর ৪ ডিসেম্বর রাজিব ভবনে উপস্থিত হয়ে নির্বাচনের ফলাফল সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন তিনি। ফের একবার মহাভারতের প্রসঙ্গ টেনে এনে সভাপতি ভূপেন বরা তিন রাজ্যের কংগ্রেসের পরাজয়কে মহাভারতের অভিমন্যু বধের সঙ্গে তুলনা করে বিজেপিকে কৌরব বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। কংগ্রেস সভাপতি এই মন্তব্যের পরেই এর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

তিনি বলেন প্রদেশ ভূপেন বরার বক্তব্য অত্যন্ত নিন্দনীয়। নির্বাচনের ফলাফল সংক্রান্তে কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন অভিমন্যু বধ হয়েছে। এবার তাকে প্রশ্ন মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান ছত্রিশগড়ের সাধারণ ভোটার কৌরব কি সেটা তাকে বলতে হবে। ভূপেন বরা কেন সাধারণ জনতার বিষয়ে এভাবে খারাপ কথা বলছেন। বিভিন্ন সময় মহাভারতের কথা বলা কংগ্রেস সভাপতি ভগবান শ্রী কৃষ্ণকে লাভ জিহাদী বলে উল্লেখ করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে লাভ জিহাদি বলেছিলেন। এবার তিনি বললেন মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান ছত্রিশগড়ের সাধারণ ভোটার কৌরব। এভাবে জনতা জনার্দনকে উপহাস করা অপমান করা অসম্মান করা এই ধরনের নেতা অসমে বিরল। অসমে এই ধরনের নেতা কোনদিনও ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন ভূপেন বরার কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। এই সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য তার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি বলেন নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন সেটা স্বীকার করা উচিত। পরবর্তীকালে নির্বাচনে ভালো ফলাফল প্রদর্শন করবেন বলে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে হয়। নির্বাচনের ফলাফলের পর বিনম্র ভাবে নিজের প্রতিক্রিয়া দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু উল্টো তিনি বললেন অভিমন্যু বধ হয়েছে এবং কৌরব বিজয় উৎসব পালন করেছে। ভোট কে দিয়েছেন, ভোট কি কৌরব দিয়েছেন এই প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি বলেন কংগ্রেস সভাপতির মতামত অনুযায়ী বিজেপিকে ভোট দেওয়া প্রতি জন ব্যক্তি কৌরব। কংগ্রেসকে পরাজিত করা ব্যক্তিরা হলেন কৌরব এটাই বুঝিয়েছেন ভূপেন বরা। এই অপমান করা থেকে তিনি যদি নিজেকে বাঁচাতে চান তাহলে তৎক্ষণাৎ ভাবে তার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। জনতা জনার্ধনকে ভূপেন বরা এত খারাপ ভাবে অপমান করেছেন উপহাস করেছেন ফলে এর জন্য তার ক্ষমা চাওয়া অত্যন্ত প্রযোজন।

তিনি বলেন রাজ্যে গতকাল আরো একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যেটা এর আগে কোনদিনও হয়নি। নির্বাচনের ফলাফল সংক্রান্তে কংগ্রেস জেলায় জেলায় নিজেদের কার্যালয়ে ভোজনের ব্যবস্থা করেছিল। এমনকি ভিডিওতে প্রত্যক্ষ করা অনুযায়ী শোনিতপুর জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে মাছ মাংস দিয়ে ভজন প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা ভোগ করার জন্য কোনো কংগ্রেস নেতাই আসেননি। গুয়াহাটি মহানগরের কংগ্রেসের মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে নির্বাচনের ফলাফল দেখার জন্য একটি বড় এলইডি স্ক্রিন লাগানো হয়েছিল। তাছাড়া ফলাফল প্রকাশের আগের দিন মহানগরের প্রতিটি দোকানের বোমা ফটকা কিনে নিয়েছিল কংগ্রেস। নির্বাচনের ফলাফলের দিন সেটা ফোটানোর জন্য এই ব্যবস্থা করেছিল দলটি।

অন্যদিকে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের দিন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজ্যে কংগ্রেস এবং বিজেপির আসন জয়ের তালিকা প্রকাশ করবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেই তালিকা প্রকাশ করার জন্য কংগ্রেস সভাপতি থেকে অনুরোধ এবং আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। নিজেদের হাসির পাত্র করে না তোলার জন্য সভাপতি ভূপেন বরা এবং কংগ্রেস নেতাদের অনুরোধ জানিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন এভাবে নির্বাচনের ফলাফলের আগে ভোজনের ব্যবস্থা না করাই ভালো। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর সবাই মিলেমিশে ভোজন করবেন সেটা অন্য বিষয়। নির্বাচনে জয়লাভ করার পর বোমা বাজি ফটকা ফাটানো অন্য বিষয়। কিন্তু আগেই এই ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি।

আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে কংগ্রেসের শুধুমাত্র একটি আসন পাওয়া সম্ভাবনা রয়েছে বলে ফেল ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার নির্বাচন কেন্দ্রিক এই ধরনের মন্তব্য করার পিছনে অন্য রহস্য রয়েছে। ভূপেন বরা এই ধরনের মন্তব্য করেন যাতে অধিক ব্যক্তি কংগ্রেসের টিকেট চাইতে পারেন। নির্বাচনে জয়লাভ করবেন না বলে কংগ্রেস সভাপতি স্বয়ং ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু কংগ্রেসের টিকেট চাইলে কিছু টাকা জমা হয়। প্রার্থীদের টিকেটের জন্য টাকা দিতে হয়। কখনো এক লক্ষ কখনো ৫০ হাজার টাকা দিতে হয় টিকেট প্রত্যাশী প্রার্থীদের। ফলে ভূপেন বরা বড় বড় কথা বলে মানুষের মধ্যে কংগ্রেসের সরকার হবে বলে একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে চান। কংগ্রেসের জয়লাভ নিশ্চিত। ফলে যাতে বিভিন্ন ব্যক্তি আরো অধিক ভাবে কংগ্রেসের টিকিটের দাবি করেন। এভাবে টাকা আদায় করা তাদের এক বড় উদ্দেশ্য। অর্থ সংগ্রহ করার কংগ্রেসের এটা কৌশল বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

শিক্ষা বিভাগের তরফে ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য প্রস্তুতকরণ এবং মজুদ করনের জন্য ২৭ কোটি টাকা বেঁচে গেছে বলে মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুর

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রস্তাবিত গুণোৎসবের মাস্টার ট্রেনারদের তিনদিনের প্রশিক্ষণ শুরু

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গুণোৎসব হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত করা এক গুণগত মূল্যায়ন। শিক্ষার মানদন্ড উন্নত করার ক্ষেত্রে গুণোৎসব এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। শিক্ষা বিভাগের তরফে ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য প্রস্তুতকরণ এবং মজুদ করনের জন্য ২৭ কোটি টাকা বেঁচে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু।

প্রসঙ্গত ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রস্তাবিত গুণোৎসবের মাস্টার ট্রেনারদের তিনদিনের প্রশিক্ষণ সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। গুয়াহাটি মহানগরের গণেশগুরি স্থিত নেডফিতে এদিন থেকে এই প্রশিক্ষণ শিবির আযোজন করা হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক, ব্লক প্রজেক্ট ম্যানেজার, বিভিন্ন পর্যায়ের অধ্যাপকদের সন্নিবিষ্ট করে মাস্টার ট্রেইনারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অসম সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। তিনি নিজের ভাষণে বলেন অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন দূরদর্শী শিক্ষামন্ত্রী তথা বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ২০১৭ সাল থেকে শুরু করা এই গুণোৎসবের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী তথা তৃণমূল পর্যায়ের শিক্ষার মানদন্ডের এক সঠিক মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন একইভাবে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগ আগামী জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠেয় গুণোৎসবের সঙ্গে সংহতি দেখে মাস্টার ট্রেনারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যসূচি আযোজিত করেছে। তিনি বলেন শিক্ষা বিভাগে নিযোজিত হয়ে থাকা প্রতিদিন কর্মচারী ভাগ্যবান। কারণ এর মাধ্যমে তারা দেশ এবং জাতির প্রতি নিজেদের সেবার দ্বারা মানব সম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিযোজিত হয়ে রয়েছেন। বর্তমানের পরিবর্তনের যুগে ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিভাগ সংস্কার মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। গুণোৎসব কোনো পাস ফেইলের ফলাফল দেওয়া মাধ্যম নয়। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ শিক্ষার প্রক্রিয়াটিকে গঠনমূলক পদ্ধতির দাঁড়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক মাধ্যম। তিনি বলেন আগামী দিনগুলোতে সম্পূর্ণ ডিজিটাইজ পদ্ধতি ব্যবহার করে গুণোৎসব আযোজন করা হবে। তাছাড়া এবার ছাত্রছাত্রীর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ওএমআর সিট ব্যবহার করা হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। এদিনের অনুষ্ঠানে সমগ্র শিক্ষা মিশন সঞ্চালক ডঃ ওম প্রকাশ, সমগ্র শিক্ষার ইডি সঞ্জয় দত্ত, মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষার সঞ্চালিকা মমতা হোজাই এবং সুরঞ্জনা সেনাপতি উপস্থিত ছিলেন।

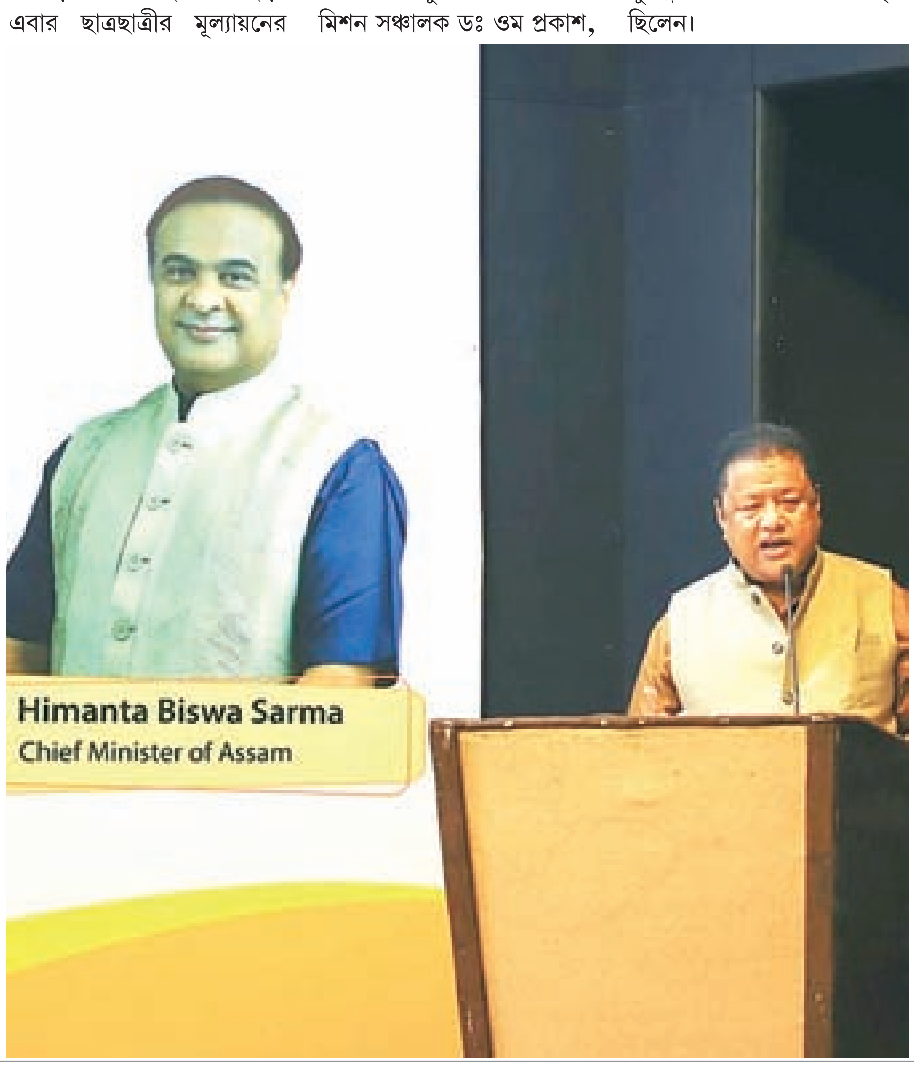

টুকরো খবর

মুর্শিদাবাদে ট্রেনলরি ধাক্কা, উত্তরবঙ্গগামী ট্রেন বাতিল

মুর্শিদাবাদ ঃ রোববার রাত দেড়টা নাগাদ মুর্শিদাবাদে রাধিকাপুর এক্সপ্রেস রেললাইনে দাঁড়িয়ে থাকা লরিকে ধাক্কা মারে। তার জেরে উত্তরবঙ্গগমী প্রচুর ট্রেন বাতিল। রাধিকাপুর এক্সপ্রেস কলকাতা থেকে রাধিকাপুর যাচ্ছিল। মুর্শিদাবাদে ফরাক্কার বল্লালপুর ব্রিজের নিচে বালি ভর্তি ট্রাকের সঙ্গে ট্রেনটির ধাক্কা লাগে। ট্রাকটি রেললাইনের উপর দাঁড়িয়েছিল। ট্রেনের চালক লরিটি দেখামাত্রই জরুরি ব্রেক ব্যবহার করেন। তারপরেও দুর্ঘটনা এড়ানো যায়নি। ট্রেন গিয়ে লরির পিছনের দিকে ধাক্কা মারে। রেলের ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়। ইঞ্জিনের চাকা লাইনচ্যুত হয়। দমকল গিয়ে দ্রুত সেই আগুন নেভায়। ঘটনায় ১৫ জন আহত হয়েছেন। ওই ট্রেনের যাত্রীরা জানিয়েছেন, তার ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাদের জোরে ঝাঁকুনি লাগে। ঘুম ভেঙে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, ট্রাকের চাকা পাংচার হয়ে যাওয়ায় সেটি লাইনের উপরে দাঁড়িয়েছিল।

এই দুর্ঘটনার পর উত্তরবঙ্গে ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়। প্রচুর ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। সকাল নয়টা নাগাদ ডাউন লাইন চালু করা হয়েছে। কিন্তু আপ লাইন রাতের আগে চালু নাও হতে পারে বলে রেল জানিয়েছে। ট্রাকটি সরিয়ে নেয়া হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত রেলের ইঞ্জিনটিকে অন্য একটা ইঞ্জিন দিয়ে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ট্রেনটিকে অন্য লাইনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ট্রেন আসার আগে রেলের ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়। লরিটি ওভারব্রিজ থেকে ভুল করে নেমে রেললাইনে চলে আসে বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু রেললাইনে এসে আটকে যাওয়ার পর লরিটির আলো জ্বালিয়ে রাখা বা নিরাপত্তামূলক কোনো ব্যবস্থা চালক নেয়নি।

এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে ফের তিনজন এপিএস অফিসারকে জেরা, এরমধ্যে সুকন্যা দাসকে গ্রেফতার এসআইটির

আগামী ৭ ডিসেম্বর তিনজন এপিএস অফিসার ফারুক আহমেদ, দীপঙ্কর দত্ত এবং অসীমা কলিতাকে হাজির হওয়ার তলব

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ একদিকে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে টাকার বিনিময়ে চাকরির এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে এসআইটি ব্যাপকভাবে নিজেদের তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। পূর্বে হাজির হওয়ার নোটিশ অনুযায়ী সিআইডি কার্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার পর তিনজন এপিএস অফিস কল্যাণ কুমার দাস, নবনীতা শর্মা এবং সুকন্যা দাসকে দীর্ঘ সময় ধরে যারা করেছে এসআইটি। তবে ছয় বিষয়ে ছয়টি পরীক্ষার বিপরীতে ক্রাইম ব্রাঞ্চে কর্মরত সুকন্যা দাসের আটটি উত্তর বই পাওয়ার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাছাড়া আগামী ৭ ডিসেম্বর তিনজন এপিএস অফিসার ফারুক আহমেদ, দীপঙ্কর দত্ত এবং অসীমা কলিতাকে সিআইডি কার্যালয়ে হাজির হওয়ার তলব করেছে এসআইটি। এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে এসআইটির ব্যাপক তদন্ত অব্যাহত থাকার মধ্যেই বহু বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। মূলত কিভাবে এপিএসি কেলেঙ্কারি সংগঠিত হয়েছে কিংবা ইতিমধ্যে কর্মরত এসিএস, এপিএস অফিসাররা টাকার বিনিময়ে জালিয়াতি করেছেন যাবতীয় তথ্য এসআইটি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এপিএসসি কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকা ৩৭ জন অফিসারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই তালিকা অনুযায়ী ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে তলব করে জেরা করা ছাড়াও তিনজন অফিসারকে গ্রেফতার করেছিল এসআইটি। তবে সোমবার এই তালিকায় সুকন্যা দাসের নাম সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গুয়াহাটি মহানগরের ক্রাইম ব্রাঞ্চে এডিসিপি হিসাবে কর্মরত থাকা এপিএস সুকন্যা দাসের নামে ছয়টি পরীক্ষার বিপরীতে আটটি উত্তর বই পাওয়া গেছে। এরপরেই তাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করানো হয়েছে। আদালত সুকন্যা দাসের ৫ দিনের এসআইটি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। তবে শুধুমাত্র এপিএস সুকন্যা দাস নয়, ইতিমধ্যে চাকরি থেকে নিলম্বন হওয়া কাছাড় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত থাকা এপিএস কল্যাণ কুমার দাস এবং এপিএস নবনীতা শর্মাকে দীর্ঘ সময় ধরে জেরা করেছে এসআইটি। হাজির হওয়ার তলব পেয়ে এদিন সকালে গুয়াহাটি মহানগরের উলুবাড়ি স্থিত সিআইডি কার্যালয়ে হাজির হয়েছিলেন এই তিন এপিএস অফিসার। এই তিনজনকে জেরা করে বহু তথ্য উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে এসআইটি। সুকন্যা দাসের অতিরিক্ত উত্তর বই এর তথ্য উদ্ধার করা ছাড়াও বাকি দুজনের নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে কাছাড় জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত থেকে নিলম্বন হওয়া এপিএস কল্যাণ কুমার দাস এপিএসসি মেইন্স পরীক্ষায় পেয়েছিলেন ৫৮৬ নম্বর। কিন্তু টেবিলুয়েশন সিটে কল্যাণ কুমার দাসের নম্বর ২৭০ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। একইভাবে এসিএস অফিসার নবনীতা শর্মা এপিএসসি মেইন্স পরীক্ষায় ৭৮২ নম্বর পেয়েছিলেন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তার টেবিলুয়েশন সিটে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে তিনি পরীক্ষায় পেয়েছিলেন ৮৩২ নম্বর। অন্যদিকে এসআইটির তলব দ্বিতীয়বারের জন্য সিআইডি কার্যালয় হাজির হলেন না এসিএস অফিসার ধীরাজ কুমার জৈন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এসআইটির তদন্ত ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে যে এসিএস অফিসার ধীরাজ কুমার জৈন এপিএসসি মেইন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি। তাকে প্রথম একবার তলব করার পর ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য হাজির হতে পারেননি ধীরাজ কুমার জৈন। অবশেষে তাকে ফের সোমবার হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল এসআইটি। কিন্তু এদিনও সিআইডি কার্যালয়ে অনুপস্থিত ছিলেন এসিএস অফিসার ধীরাজ কুমার জৈন। পরবর্তীকালে তিনি হাজির না হলে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে আগামী ৭ ডিসেম্বর তিনজন এপিএস অফিসার ফারুক আহমেদ, দীপঙ্কর দত্ত এবং অসীমা কলিতাকে সিআইডি কার্যালয়ে হাজির হওয়ার তলব করেছে এসআইটি।

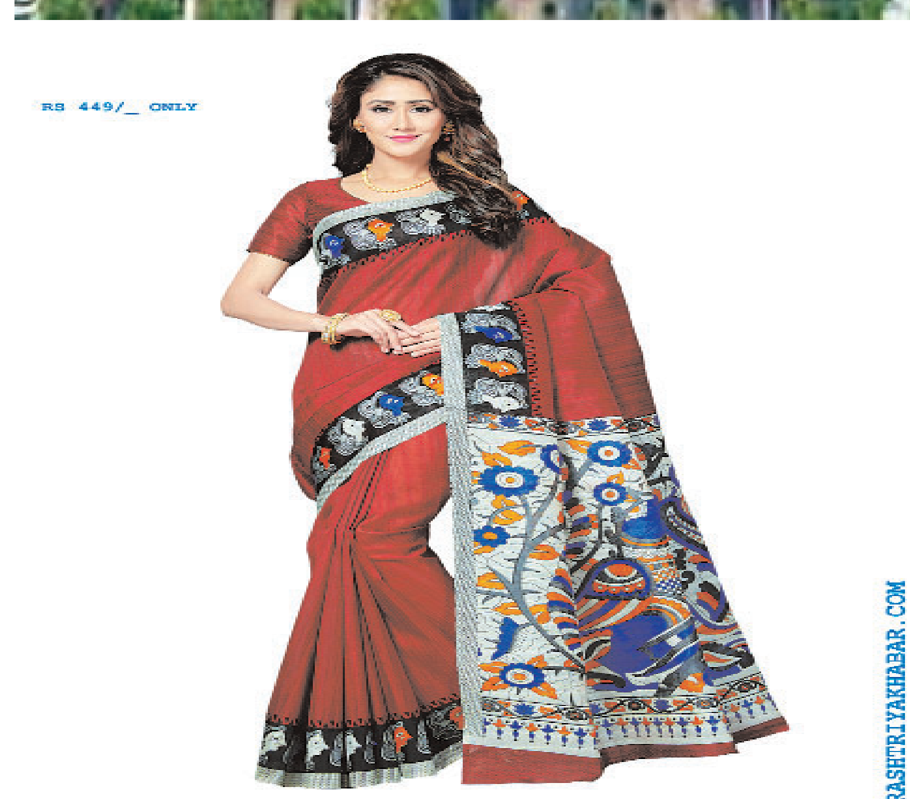

সিডনির গোপন কুঠুরি ও উদ্‌যাপনের তথ্য ফাঁস করলেন ব্রেট লি

পর্থ ঃ প্রায় দেড় শ বছর ধরে টেস্ট ম্যাচ আয়োজন করে আসছে সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড (এসসিজি)। এ ভেন্যু স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহ্যবাহী, স্মৃতিবিজড়িত। এ মাঠেই ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট খেলেছেন স্টিভ ওয়াহ, শেন ওয়ার্ন, গ্লেন ম্যাকগ্রার মতো অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তিরা। বছরে নিজেদের প্রথম টেস্টটি এখানেই খেলে অস্ট্রেলিয়া। সেই এসসিজির গোপন একটি ঐতিহ্যের কথা এবার জানালেন ব্রেট লি। এই মাঠে একটি গোপন কুঠুরির কথা বলেছেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৭৬টি টেস্ট খেলে ৩১০ উইকেট নেওয়া ইতিহাসের অন্যতম গতিময় বোলার লি। এই কুঠুরিতে ম্যাচ জয়ের উদ্‌যাপন হয়ে থাকে লোকচক্ষুর আড়ালে এবং সেটি হয়ে আসছে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই। হ্যালো স্পোর্ট পডকাস্টে কথা বলার সময় গোপন এ কুঠুরির তথ্য ফাঁস করেছেন লি, 'সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে, অনেকেই এটি জানেন না, আমি ভেতরের কথা বলে ফেলছি। একটা অভ্যন্তরীণ পবিত্র স্থান আছে, যেখানে আমরা স্বস্তি বোধ করি, যেখানে কোনো সাংবাদিক থাকেন না, যেখানে আমরা নির্ভার থেকে খোলামেলা কথা বলতে পারি।' সেই গোপন কুঠুরিতে ঢুকতেও হয় বিশেষ একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে। লি সেটি খুলে বলেছেন এভাবে, 'এসসিজিতে টেস্ট জয়ের পর প্রথা হচ্ছে, আপনি একটা ক্রিকেট ব্যাট নেবেন, নিয়ে মেঝেতে তিনটি টোকা দেবেন। কয়েক মিনিট পর আপনিও এমন তিনটি টোকা শুনবেন, (মানে) নিচ থেকে কেউ দিচ্ছেন। এর অর্থ নিচে যেতে বলা হচ্ছে।' লি এরপর যোগ করেন, 'ফলে আপনি অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুমের নিচে চলে যাবেন, সেখানে একটা ছোট গ্যারেজের দরজা আছে। ভেতরে ঢুকলে দেখবেন এটা অনেক ছোট, আমরা ভাবতাম এটা জাস্টিন ল্যাঙ্গারের বাড়ি কারণ, সে খুব ভালোভাবে এঁটে যায়। একটা দরজা আছে, যেখানে সব টেস্ট ক্রিকেটারের স্বাক্ষর আছে, আমার মনে হয়, ১৯৫০ সাল থেকেই আছে।' তিনি আরও বলেন, 'এটা একটা কুঠুরি। ফলে বিয়ার ও ওয়াইন আছে, নিচে নেমে গ্রাউন্ড স্টাফদের কয়েকজনের সঙ্গেও কথা বলবেন ঠান্ডা বিয়ারের সঙ্গে।' প্রথম যখন সে কুঠুরি নিজের চোখের দেখেছিলেন, তখনকার মুগ্ধতার কথাও বর্ণনা করেছেন লি, 'মনে হয়েছিল, টেস্ট ক্রিকেট কত দারুণ! আর এমন ঐতিহ্যের কথা, যখন আপনি জানবেন এ কাজটি ব্র্যাডম্যানের মতো কেউ করেছেন, অ্যালান বোর্ডাররা, মার্ভ হিউজরা এই খেলার কিংবদন্তিরা। আমার হয়তো এ নিয়ে খুব বেশি বলা উচিত হচ্ছে না। (তিনটি টোকা দেওয়ার অর্থ) আমরা তৃষ্ণার্ত!' লি অবশ্য এ ব্যাপারে বলা থামাননি, 'এটা নিজেকে চিমটি কাটার মতো মুহূর্ত। চারপাশে তাকিয়ে দেখি, স্টিভ ও মার্ক ওয়াহ, রিকি পন্টিং, ডেমিয়েন মার্টিন, জাস্টিন ল্যাঙ্গার, অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, শেন ওয়ার্ন, গ্লেন ম্যাকগ্রা। তাঁদের সঙ্গে আমি একটা গোপন কুঠুরিতে, যাঁরা আমার নায়ক ছিলেন, যাঁদের দেখে আমার বেড়ে ওঠা। তাঁরা এখন আমার সতীর্থ!' সিডনি যে রাজ্যের রাজধানী, সেই নিউ সাউথ ওয়েলসেই জন্ম লির। সেই রাজ্য দল এবং এর সংশ্লিষ্ট বিগ ব্যাশ লিগের দল সিডনি সিক্সার্সের হয়েও খেলেছেন লি। নিজের সময়ের অন্যতম সেরা এই ফাস্ট বোলার ১৯৯৯ সালে অভিষেক করার পর ২০০৮ সালে অবসরে যাওয়ার আগে ক্যারিয়ারে এসসিজিতে খেলেছেন ৯টি টেস্ট। নতুন বছরে পাকিস্তানের বিপক্ষে এসসিজিতে টেস্ট খেলবে অস্ট্রেলিয়া। এ টেস্ট দিয়ে অবসরে যাওয়ার কথা আরেক কিংবদন্তি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারের।

সূর্যকুমার, পান্ডিয়া ও অর্শদীপ টি টোয়েন্টির ম্যাচ ফি থেকে ভারতীয়দের মধ্যে এ বছর বেশি আয় কার

নয়া দিল্লি ঃ গত টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে এই সংস্করণে রোহিত শর্মা আর বিরাট কোহলির মতো সিনিয়র ক্রিকেটারদের বেশির ভাগ সময়েই বিশ্রামে রাখছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এ বছর এখন পর্যন্ত ছয়টি টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছে ভারত। বেশির ভাগ সিরিজেই তারা তরুণ ক্রিকেটারদের খেলিয়েছে।

সূর্যকুমার যাদব, অর্শদীপ সিংদের মতো তরুণ ক্রিকেটাররা এ বছর টি টোয়েন্টিতে ভারতকে এনে দিয়েছেন দারুণ সাফল্য। ছয়টি সিরিজের পাঁচটিই জিতেছেন তাঁরা। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে বছরটা শুরু করে ভারত। এরপর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেও একই ব্যবধানে সিরিজ জয়। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে গত আগস্টে ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ হেরে আসে ভারত।

রোহিত ও কোহলি এ বছরে ভারতের হয়ে একটি টি টোয়েন্টিও খেলেননি। বেশি ম্যাচ খেলেছেন তরুণ ক্রিকেটাররাই। সে কারণে আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে এ বছর ম্যাচ ফি থেকে বেশি আয়ও করেছেন তাঁরাই। সূর্যকুমার, ঈশান কিষান, হার্দিক পান্ডিয়া ও অর্শদীপ তাঁরাই বেশি ম্যাচ খেলেছেন, আয়ও তাঁদেরই বেশি। তবে তাঁদের মধ্যে ম্যাচ ফি থেকে সবচেয়ে বেশি আয় করেছেন তরুণ বোলার অর্শদীপ। বাঁহাতি এ পেসার এ বছর ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ১৯টি টি টোয়েন্টি খেলেছেন। বিসিসিআই প্রতিটি টি টোয়েন্টির জন্য একজন খেলোয়াড়কে ৩ লাখ রুপি দেয়। সেই হিসাবে অর্শদীপ এ বছর ম্যাচ ফি থেকে আয় করেছেন ৫৭ লাখ টাকা।

ম্যাচ ফি থেকে আয়ে ভারতীয়দের মধ্যে এ বছর দ্বিতীয় স্থানে আছেন অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়া সূর্যকুমার। সূর্যকুমার এ বছর ভারতের হয়ে ১৬টি টি টোয়েন্টি খেলে আয় করেছেন ৪৮ লাখ টাকা। যশস্বী জয়সোয়াল, অক্ষর প্যাটেল ও তিলক বর্মাদের প্রত্যেকে খেলেছেন ১৩টি করে টি টোয়েন্টি। তাঁদের সবাই আয় করেছেন ৩৯ লাখ রুপি করে। ১১টি করে ম্যাচ খেলে ৩৩ লাখ রুপি করে আয় করেছেন ঈশান, পান্ডিয়া, রবি বিষ্ণুই ও শুবমান গিল। ভারত এ বছর এখন পর্যন্ত ২১ টি টোয়েন্টি খেলেছে। এর মধ্যে ১৪টিতে জয় পেয়েছে, হেরেছে ৬টি। এ বছর ভারত টি টোয়েন্টিতে শেষ সিরিজটি খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। ১০ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া সেই সিরিজেও ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার।

ওয়ার্নার জনসন ইস্যুতে কথা বলে শিরোনাম হতে চান না ম্যাক্সওয়েল

পর্থ ঃ ৭ টেস্টের ক্যারিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের। গড় মাত্র ২৬.০৭। সর্বশেষ টেস্ট খেলেছেন সেটাও ২০১৭ সালে, বাংলাদেশের বিপক্ষে। এরপর ওয়ানডে ও টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন এই অস্ট্রেলিয়ান। তবে টেস্টে সুযোগ আসেনি।

তাহলে ৩৫ বছর বয়সী ম্যাক্সওয়েল টেস্ট ক্যারিয়ার নিয়ে কী ভাবছেন? ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের অন্যতম আকর্ষণ ম্যাক্সওয়েল কি টেস্টকে বিদায় বলবেন? না, ম্যাক্সওয়েল টেস্টকে এখনই 'বিদায় বলছেন না। এখনো সাদা পোশাকের ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করতে চান ম্যাক্সওয়েল। এই ব্যাটসম্যান আলোচিত ডেভিড ওয়ার্নার মিচেল জনসন ইস্যুতে কথা বলতে চান না।

ম্যাক্সওয়েল জানেন, অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলে এই মুহূর্তে তাঁর সুযোগ কম। টেস্ট দলে সুযোগ পেতে ম্যাক্সওয়েল চোখ রাখছেন ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চলমান চক্রের শেষ সিরিজে। এসইএন রেডিওতে ম্যাক্সওয়েল বলেছেন, 'বর্তমানে টেস্ট দলের পরিস্থিতি আমি ভালোই বুঝতে পারছি। তারা দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলছে, বর্তমানে টেস্টের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। টেস্ট দলে খুব বেশি জায়গা ফাঁকা নেই, বিশেষ করে ঘরের মাঠে খেলা হলে। কিন্তু আমি জানি, দক্ষিণ এশিয়ায় কোনো সফর হলে দলের কোনো একটা ভূমিকা পালন করতে আমি বিকল্প হতে পারি। আমার মনে হয় না, ২০২৫ সালের শুরুর আগে আর কোনো দক্ষিণ এশিয়া সফর আছে। তাই আমি পরিশ্রম করে যাব, আশা করছি ওই সময়ে সুযোগ পাব।'

এশিয়া সফরে ম্যাক্সওয়েলের নিজের সুযোগ দেখার একটা কারণও আছে। ম্যাক্সওয়েল এখন পর্যন্ত যে ৭টি টেস্ট খেলেছেন, তাঁর সব কটিই এশিয়ায়। রাঁচিতে ভারতের বিপক্ষে ২০১৭ সালের মার্চে ১৮৫ বলে ১০৪ রানের ইনিংসও খেলেছিলেন ম্যাক্সওয়েল। এ ছাড়া ২০২১ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতাতে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন ম্যাক্সওয়েল।

ম্যাক্সওয়েল এখন বিগ ব্যাশ লিগ খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অন্যদিকে তাঁর সতীর্থরা প্রস্তুত হচ্ছেন পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলতে, যে সিরিজ দিয়ে টেস্টকে বিদায় বলবেন ডেভিড ওয়ার্নার। ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান পত্রিকায় নিজের লেখা এক কলামে ওয়ার্নারকে কেন টেস্ট ক্রিকেট থেকে ঘটা করে বিদায় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো, তা নিয়ে সমালোচনা করেন সাবেক পেসার মিচেল জনসন।

টেস্টে ওয়ার্নারের ফর্মহীনতা ও ২০১৮ সালে কেপটাউন টেস্টে 'স্যান্ডপেপার কেলেঙ্কারি'তে অস্ট্রেলীয় ওপেনারের ভূমিকার কথা মনে করিয়ে দেন নিজের লেখায়, যা অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে এখন সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। ম্যাক্সওয়েল অবশ্য এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। এ প্রসঙ্গে ম্যাক্সওয়েল বলেছেন, 'এই বিষয়ে কথা বলে আমি আমার নামকে শিরোনামে নিয়ে আসতে চাইছি না। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ডেভি (ওয়ার্নার) অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে একজন চ্যাম্পিয়ন। তাকে দলে নেওয়ার বিষয়ে নির্বাচকদের চিন্তাভাবনাও পরিষ্কার। প্রথম টেস্টে ডেভিকে দেখা ও গ্রীষ্মে তার ব্যাটে প্রচুর রান দেখার অপেক্ষায় আছি।'

গাজার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর থেকে ফিলিস্তিনিদের সরে যাওয়ার নির্দেশ

খান ইউনিস (ওয়েবডেস্ক)ঃ সোমবার ইসরাইল গাজা ভূখণ্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরে বসবাসকারী মানুষদের সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। ইসরাইলের সেনারা হামাস জঙ্গিদের লক্ষ্য করে স্থল ও বিমান হামলা চালাচ্ছে। যদিও ইসরাইল ফিলিস্তিনি জনগণকে পরবর্তী আক্রমণের এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য একাধিক দফা সতর্কতা জারি করেছে, ইসরাইল জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। তারা বলেছেন, গাজায় অনির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট লভ্যতার পরিস্থিতি মানুষের তথ্য প্রাপ্তিকে কঠিন করে তুলেছে। জাতিসংঘ গাজার মানবিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও সতর্ক করেছে। আনুমানিক ৮০ শতাংশ জনসংখ্যা তাদের বাড়িঘর থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে, অনেকে জনাকীর্ণ আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছে। সোমবার ইসরাইলের সেনাবাহিনী বলেছে, তারা উত্তর গাজার স্কুলের ভেতরে অবস্থিত জঙ্গি অপারেশন সাইটগুলো ধ্বংসসহ রাতারাতি হামাসের ২০০ লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করেছে। ইসরাইলের অভিযোগ, হামাস হাসপাতাল এবং অন্যান্য বেসামরিক এলাকায় অবস্থান নিয়েছে এবং বেসামরিক নাগরিকদের ইসরাইলি বিমান হামলার আগে সরিয়ে নেয়ার জন্য সতর্কতা উপেক্ষা করতে উৎসাহিত করেছে। তারা বলছে, হামাস বেসামরিক নাগরিকদের মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। হামাস এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ইসরাইল তাদের তিনজন সেনার মৃত্যুর খবর দিয়েছে। তারা বলেছে, রবিবার উত্তর গাজা ভূখণ্ডে দুজন এবং মধ্য গাজায় অন্যজন নিহত হয়।

হামাস পরিচালিত মন্ত্রণালয় বলছে, শুক্রবার সকালে এক সপ্তাহব্যাপী ইসরাইল হামাস যুদ্ধবিরতি ভেঙ্গে যাবার পর থেকে অন্তত ৩০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এর ফলে অক্টোবরে হামাসের হামলার পর থেকে গাজায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে পনেরো হাজার দুইশো

জনের বেশিতে পৌঁছেছে এবং চল্লিশ হাজার জনের বেশি আহত হয়েছে। তারা বলছে, নিহতদের ৭০ শতাংশ নারী ও শিশু।

জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিয় গুত্তেরেস ২৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া বক্তব্যে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, গাজাতে ইসরাইলের অবরোধ 'আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের স্পষ্ট লংঘন'।

যুদ্ধবিরতি ভেঙ্গে যাওয়ার পর নেতানিয়াহুর কার্যালয় ঘোষণা করেছে, এটি কাতারের দোহায় তাদের আলোচনাকারী দলকে ইসরাইলে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

অক্টোবরে হামাস যোদ্ধারা দক্ষিণ ইসরাইলে প্রবেশ করে আক্রমণ করার পর ইসরাইল হামাসকে নিশ্চিহ্ন করতে তাদের সামরিক অভিযান শুরু করে। ইসরাইল বলেছে, হামাসের আক্রমণে সেখানে ১২০০ জন নিহত হয়েছে এবং প্রায় ২৪০ জনকে জিম্মি করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

ইমরান খান পাকিস্তানের সাবেক সেনাপ্রধান ও যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের শুনানিতে তলবের আবেদন করলেন

ইসলামাবাদ ঃ পাকিস্তানের কারাবন্দি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সোমবার তাঁর চলতি বিচারপ্রক্রিয়ায় দেশের সাবেক সামরিক প্রধান ও যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস প্রতিনিধিকে তলব করার আবেদন জানিয়েছেন। ইমরান খানের বিরুদ্ধে দেশের গোপন বিষয় ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

ইসলামাবাদের কাছে এক হাজত চত্বরের মধ্যে এই মামলার শুনানির সময় ইমরান খান এই বিবৃতি দেন। গুরুতর নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে পাকিস্তান সরকার রাজধানীর কাছে ৭১ বছর বয়সী এই জনপ্রিয় রাজনীতিকের বিচার করতে বিশেষ একক বিচারকের আদালত তৈরি করেছে। অফিসিয়াল সিক্রেটস আইনে তাঁর বিচার চলছে।

সোমবারের বিচারপ্রক্রিয়ায় যোগ দিতে স্থানীয় মিডিয়ার ছয় সাংবাদিককে অনুমতি দিয়েছিল জেল কর্তৃপক্ষ। জনগণ ও মিডিয়ার জানার অধিকার সংক্রান্ত ফেডারেল আদালতের সাম্প্রতিক রায়কে উপেক্ষা করেই বিদেশী মিডিয়াকে আটকানো হয়েছে।

বিচারপতিকে বলা খানের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, আমি (এই মামলায়) জেনারেল বাজওয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করব।

ডনাল্ড লুর নির্দেশ মেনে সব কিছু করেছিলেন বাজওয়া।

পাকিস্তানের প্রাক্তন সেনা প্রধান কামার জাভেদ বাজওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারি অফ স্টেট লুর প্রসঙ্গ টানেন ইমরান খান।

ইমরান খানের আইনি দলের সদস্য ইন্তিজার হুসাইন বলেন, আদালতে অবাধ শুনানির নামে এই বিচারপ্রক্রিয়া কভার করতে কেবলমাত্র নির্বাচিত সাংবাদিক গোষ্ঠীকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ভিওএ ও বিবিসি সহ আন্তর্জাতিক মিডিয়াকে শুনানিতে যোগ দেওয়ার অনুমতি না দেওয়ার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের নিন্দা করেন।

তিনি ভিওএ কে বলেন, আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী এটা কোনও উন্মুক্ত বিচার নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে ন্যায্য বিচার পাব বলে আমরা বিশ্বাস করি না।

১২ ডিসেম্বরে আদালত যখন আবার বিচার শুরু করবে তখন ইমরান খানকে অভিযুক্ত করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

টুকরো খবর

আর পাঁচটা সাধারণ প্রেমের মতন ওদের প্রেম নয়, ওরা সমকামী! আর তাই প্রেমের টানে বাড়ি থেকে বহু দূরে গিয়ে ভেবেছিল সংসার বাঁধবেন তারা

পূর্ব বর্ধমান আর পাঁচটা সাধারণ প্রেমের মতন ওদের প্রেম নয়, ওরা সমকামী! আর তাই প্রেমের টানে বাড়ি থেকে বহু দূরে গিয়ে ভেবেছিল সংসার বাঁধবেন তারা। সেই মতন বাড়ি থেকে ভিন রাজ্যে পাড়িও দিয়েছিল তারা, এরপরই পুলিশের হস্তক্ষেপে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলো এক নাবালিকা ও এক যুবতীকে। তাদের পাঠানো হয় কালনা মহকুমা আদালতে। জানা গিয়েছে কালনা থানার অন্তর্গত শিকারপুর এলাকার এক যুবতীর সাথে ওমরপুর এলাকার এক নাবালিকা মেয়ের সোশ্যাল মিডিয়াতে পরিচয় হয় । প্রথমে বন্ধুত্ব পরবর্তী সময় প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্পর্ক বাড়িতে মেনে নেবেনা আর তাই এ রাজ্য ছেড়ে গত তিন মাস আগে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন তারা। আর তারপরই দুটি পরিবারই থানায় অভিযোগ দায়ারের পর পুলিশ তদন্তে নেমে দুজনকেই অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে ।

গোসাবার তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় গ্রেফতার ৮, খুনের নেপথ্যে গোষ্ঠী কোন্দল দাবী নিহতের পরিবারের

গোসাব ঃ আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের ফলে আক্রান্ত হচ্ছে তৃণমূল।রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। তাদের প্রশ্ন, মাথার ওপর তৃণমূলের হাত থাকলে কি পুলিশকে আর ভয় করছে না দুষ্কৃতীরা? তাই কি তৃণমূলের হাতেই খুন হতে হচ্ছে একের পর এক তৃণমূল নেতাকে? দুষ্কৃতীরা কি জানে কাউকে খুশি করতে পারলে আর কোনও ভয় নেই?জয়নগর, আমডাঙার পর এবার গোসাবা।পথশ্রীর রাস্তা তৈরি করাকে কেন্দ্র করে অশান্তিতে উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবার রাধানগর এলাকায়। নিহত তৃণমূল নেতার নাম মুসাকলি মোল্লা।নিহত তৃণমূল নেতার রাধানগর তারানগর এলাকার বুথ সভাপতি। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন পোস্টাল থানার অন্তর্গত রাধানগর তারানগর গ্রামে।স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সোমবার এলাকায় রাস্তাশ্রী প্রকল্পের একটি রাস্তা তৈরি হচ্ছিল। সেখানে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বুথ সভাপতি মুসাকালি। এই নিয়ে তৃণমূলের অপর গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাঁধে। গণ্ডগোলের মধ্যেই মুছাকলি মোল্লাকে মারধর শুরু করে একদল দুষ্কৃতী। লাঠি লোহার রড ও বাঁশের মুগুর দিয়ে পেটানো হয় তাঁকে।এমনকি বাঁশের মুগুর দিয়ে নিহত তৃণমূল নেতার মাথায় আঘাত করা হয়। এরপর ঘটনাস্থলে অচৈতন্য পড়ে নিহত ঐ তৃণমূল নেতা। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি আহত এই তৃণমূল নেতাকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে আঘাত গুরুতর থাকায় কলকাতায় একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় মুছাকালি মোল্লার। এই ঘটনা তদন্ত নেমে ইতিমধ্যেই সুন্দরবন উপকূল থানার পুলিশ ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে। নিহত তৃণমূল পরিবারের দাবি তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে খুন হতে হল মুসাকলি মোল্লার। নিহত তৃণমূল নেতার স্ত্রী তানজিলা মোল্লা জানান,আমার স্বামী মাদার তৃণমূল করতেন। আক্রমণকারীরা যুব তৃণমূলের সদস্য। রাস্তা তৈরিতে কম সামগ্রী দেওয়ায় প্রতিবাদ করেছিলেন স্বামী। তাই তারা মাথায় মুগুর মেরে দেহ জলে ফেলে দিয়েছে । এই ঘটনার সঙ্গে বাকিবুর আর তাঁর দলবল জড়িত আছে। বাকিবুর গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মন্ডল ঘনিষ্ঠ। নিহত তৃণমূল নেতার ছেলে মোর সেলিম মোল্লার দাবি, আমার বাবা তৃণমূলের মাদার দল করতো আর যারা আমার বাবাকে মেরেছে, তারা যুব তৃণমূল করে। আমার বাবা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেষ মন্ডল ঘনিষ্ঠ আর যারা আমার বাবাকে মেরেছে তারা গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মন্ডল ঘনিষ্ঠ। তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই আমার বাবাকে খুন হতে হলো। এই খুনের সঙ্গে জড়িত যারা রয়েছে তাদেরকে শাস্তি চাই আমরা।

অন্যান্য বছরের মতো রাধাগোপীনাথের রাসযাত্রা উপলক্ষে ভীমগড় অজয় ব্রীজ সংলগ্ন ভীমগড় অজয় ঘাটে হাজারো পুন্যার্থী স্নান করতে আসেন

বীরভূম ঃ অন্যান্য বছরের মতো রাধাগোপীনাথের রাসযাত্রা উপলক্ষে ভীমগড় অজয় ব্রীজ সংলগ্ন ভীমগড় অজয় ঘাটে হাজারো পুন্যার্থী স্নান করতে আসেন। বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানার কেন্দ্রগড়িয়া পঞ্চায়েত এলাকার অজয় নদীতে পশ্চিমবর্ধমান জেলার উখড়া সারদা পল্লীর চারজন বাসিন্দা অজয় নদে স্নান করতে নামলে চারজনই জলে তলিয়ে যায়।উপস্থিত অন্যান্য পূন্যার্থীরা ও স্থানীয়রা তিনজনকে জল থেকে তুললেও মৃদুল বার্ণওয়াল নামে ১৪ বছরের এক কিশোর অজয়ের জলে তলিয়ে যায়।বীরভূমের সিউড়ী ও পশ্চিমবর্ধমান জেলার আসানশোল বিপর্যয় মোকাবিলা টিমের সঙ্গে ডুবুরি সহ জোড়কদমে দুই খানি স্পিড বোট নিয়ে তল্লাশি চালালেও রাত পর্য্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি।

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে ভারত নেপাল সীমান্তে গ্রেফতার হয়েছে পাকিস্তানি এক মহিলা

শিলিগুড়ি অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে ভারত নেপাল সীমান্তে গ্রেফতার হয়েছে পাকিস্তানি এক মহিলা।আজ ফের আদালতে পেশ করার আগে ভারতে থাকার কাতর আর্জি জানালেন পাকিস্তানি মহিলা শায়েস্তা হানিফ।জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার খড়িবাড়ি থানা থেকে আদালতে যাওয়ার আগে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করেন মহিলা।মহিলা জানান, রক্তের টানে ভারতে আসতে চেয়েছিলাম।ভারতের ভিসা না পেয়ে নেপাল হয়ে আসার চেষ্টা করি।তবে সেইদিন ভারতে প্রবেশ করিনি।ভারতের মাটিতে পা চলে আসার অভিযোগে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।ভারতে থাকার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানান তিনি।মহিলা আরও জানান, সীমা হায়দারকে যদি ভারতে থাকার স্বীকৃতি দেওয়া হয় তবে আমাকেও দেওয়া হোক।আমি ভারতে ছিলাম, আমার বোনের সঙ্গে থাকতে চাই।

ময়নাগুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ছাত্রদের কাছে ৪০০ টাকা করে চাওয়া হয়েছে

জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ছাত্রদের কাছে ৪০০ টাকা করে চাওয়া হয়েছে। যা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে ময়নাগুড়ি জুড়ে। জানা গেছে এই স্কুলে প্রায় ১৮০০ ছাত্র রয়েছে। প্রত্যেক ছাত্রদের কাছ থেকে ৪০০ টাকা করে চাওয়া হয়েছে। আগামী জানুয়ারি মাসে ৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে সমাপ্তি অনুষ্ঠান রয়েছে। মঙ্গলবার দশম শ্রেণীর ছাত্রদের ফর্ম ফিলাপ ছিল। সেখানে ছাত্রদের ফর্ম ফিলাপের জন্য সাড়ে তিনশ টাকা এবং অনুষ্ঠানের জন্য ৪০০ টাকা করে নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। যা নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা। এদিকে এই অনুষ্ঠান কমিটির সম্পাদক তথা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিবব্রত রায় এই বিষয় নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ।এই বিষয়ে এক অভিভাবক বলেন, আমার পক্ষে এক্সট্রা ৪০০ টাকা দেওয়া অনেকটা চাপের। আমার মতো অনেকেই আছেন যাদের এই টাকা দেওয়া সমস্যা হবে। আমি প্রধান শিক্ষককে জানিয়েছি। উনি বললেন এটা আগে থেকেই ধার্য্য করা হয়েছে তাই টাকাটা দিতে হবে। ফর্ম ফিলাপ এর জন্য সাড়ে তিনশো আবার অনুষ্ঠানের জন্য ৪০০ টাকা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আরেক অভিভাবক মহামায়া সরকার বলেন, সমস্যা হচ্ছে কিন্তু কিছু করার নেই। যদিও এই বিষয়ে কিছু বলতে চান নি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শীবব্রত রায়।

আসন ভাগাভাগি নিয়ে শরীকদের অপেক্ষায় রাখল আওয়ামী লীগ

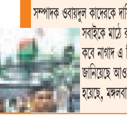

ঢাকা ঃ দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে আসন ভাগাভাগি নিয়ে জোট সঙ্গীদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। আপাতত মহাজোটের নেতাদের মাঠে থাকতে বলেছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ। সোমবার সন্ধ্যায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে ১৪ দলের নেতাদের একটি বৈঠকে এই বার্তা দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগের ১৪ দলীয় জোটের অন্যতম ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেনন বলেছেন, আসন কিভাবে আসন সমন্বয় করা হবে তা নিয়ে আমির হোসেন আমু এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া যেসব আসনে এরইমধ্যে প্রার্থী দেয়া হয়েছে তাদের সবাইকে মাঠে থাকার জন্যও বলা হয়েছে। আমাদের বলেছে যে সবাইকে মাঠে রাখেন। আর যেখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট দরকার হবে, আমির হোসেন আমু এবং ওবায়দুল কাদেরের সাথে আলোচনা করে ঠিক করা হবে। তবে কবে নাগাদ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন তারিখ উল্লেখ না করা হলেও 'শিগগিরই' এই সিদ্ধান্ত আসবে বলে জোট নেতাদের জানিয়েছে আওয়ামী লীগ। ওয়ার্কার্স পার্টি এই নির্বাচনে অংশ নিতে ৩৩টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। এদিকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এক বার্তায় জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার বেলা ১২টা একটি সংবাদ সম্মেলনে এই বিষয়ে কথা বলবেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

দক্ষিণ ভারতে ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম তাণ্ডব চালাচ্ছে, জলের তলায় চেন্নাই, মৃত আট

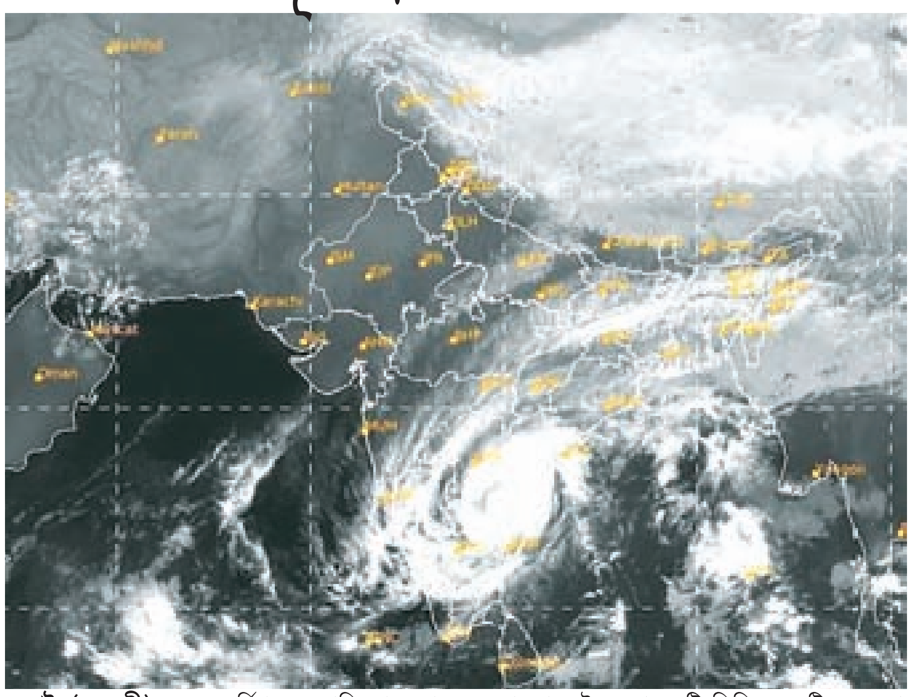

চেন্নাই (এজেন্সী) ঃ ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের দাপটে দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য তামিলনাড়ু আর অন্ধ্র প্রদেশে রবিবার থেকে প্রবল বৃষ্টিপাত চলছে। মঙ্গলবার দুপুরে তামিলনাড়ু আর রাজধানী চেন্নাইয়ের পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হলেও এখনো শহরের বহু অঞ্চল জলে ডুবে আছে।

অন্যদিকে, অন্ধ্র প্রদেশের উপকূলে ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার গতিবেগে হাওয়া বইছে, সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে।

অন্ধ্র প্রদেশের বাপাতলার কাছে মঙ্গলবার দুপুরে ঘূর্ণিঝড়টি উপকূলে আছড়ে পড়ার কথা। সেই সময়ে হাওয়ার গতিবেগ ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ভারতের এই দুই রাজ্যেই হাজার হাজার গাছ আর বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়েছে। একরকম স্তব্ধ হয়ে গেছে পরিবহন ব্যবস্থা।

তামিলনাড়ু আর অন্ধ্র প্রদেশ, দুই রাজ্যেই রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে এবং অন্ধ্র প্রদেশের চারটি জেলায় স্কুলকলেজ, ব্যাংকে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

পুলিশকে উদ্ধৃত করে বিবিসির তামিল বিভাগ জানিয়েছে, মিগজাউমের প্রভাবে ঘরবাড়ি ধসে পড়া ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত আটজনের মৃত্যু হয়েছে।

বিবিসির তামিল বিভাগের সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন, রাজধানী চেন্নাইয়ের প্রায় পুরোটাই জলে ডুবে আছে সোমবার থেকে। তারা যেসব ভিডিও পাঠিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে কোথাও গলা সমান জল, কোথাও কোমর ডোবা জল।

এমন একটি ভিডিওও বিবিসির তামিল বিভাগ দিয়েছে, যেখানে দেখা একটি মালবাহী ট্রাক প্রায় সম্পূর্ণ ডুবে গেছে জলে।

আরেকটি ভিডিও, যেটির সত্যতা বিবিসি যাচাই করতে পারে নি, সেখানে একটি কুমিরকে জলমগ্ন রাস্তায় চলতে দেখা গেছে।

তামিলনাড়ুর বন দপ্তরের সচিব সুপ্রিয়া চাগু সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্ট করে জানিয়েছেন, চেন্নাইয়ের বেশ কিছু জলা এলাকায় কুমির থাকেই। এরা এমনিতে নিরীহ এবং সাধারণত মানুষের থেকে দূরেই থাকার চেষ্টা করে।

তবুও কুমির দেখলে সেটির কাছে মানুষ যাতে না যান, সেই সতর্কবার্তাও দিয়েছে বন দপ্তর।

চেন্নাই শহরে বিগত ২৪ ঘণ্টায় ৪০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

শহরের উপকণ্ঠে মেদাভাক্কাম এবং পল্লিকারানাইয়ের নিচু এলাকার অ্যাপার্টমেন্টগুলির কাছে একটি গাড়ি পার্কিংয়ের এলাকা থেকে জলের তোড়ে গাড়িগুলি ভেসে যাওয়ার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপকভাবে শেয়ার করা হচ্ছে।

কোথাও কোথাও বাড়ির একতলা প্লাবিত হওয়ায়, দুই বা তিন তলায় বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে মানুষ।

জলাবদ্ধতার ফলে চেন্নাইয়ের পরিবহন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। রাস্তায় গাড়ি, বাস ইত্যাদি যেমন আটকে আছে, তেমনই একাধিক সুড়ঙ্গ পথও বন্ধ করে দিতে হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে অন্তত দেড়শোটি ট্রেন।

চেন্নাই বিমানবন্দর সোমবার বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।

তবে মঙ্গলবার সকাল থেকে চেন্নাইতে বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে, বিমানবন্দর আবারও চালু হয়েছে। কিন্তু শহরের সিংহভাগ অঞ্চল এখনও জলে ডুবে রয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে পাওয়া খবরে জানা যাচ্ছে কিছু এলাকা থেকে জল নামতে শুরু করেছে।

রয়টার্স এও জানিয়েছে যে চেন্নাই ও তার আশেপাশের ইলেকট্রনিক্স শিল্প বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

পৌর প্রশাসন মন্ত্রী কে এন নেহরু সাংবাদিকদের জানিয়েছেন চেন্নাইয়ে বসবাসকারী প্রায় তিন লক্ষ মানুষ বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যেখানে লোকেরা বাইরে বের হতে পারছেন না, সেখানে খাবার পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে সরকার।

জেলা প্রশাসন এবং চেন্নাই কর্পোরেশন নিচু এলাকার মানুষকে নিকটবর্তী ত্রাণ কেন্দ্রে সরিয়ে নিয়েছে। অনেককেই নেৌকা করে উদ্ধার করতে হচ্ছে।

চেন্নাই কর্পোরেশন, দমকল বিভাগ এবং পুলিশ রাস্তায় পড়ে থাকা গাছগুলি সরানোর কাজ চালাচ্ছে।

বিবিসির তেলেগু বিভাগ বলছে, উপকূলে ঘণ্টায় ৯০-১১০ কিলোমিটার বেগে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশের অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

মঙ্গলবার পূর্ব গোদাবরী, পশ্চিম গোদাবরী, এলুরু, কৃষ্ণা, এনটিআর, গুন্টুর, বাপাতলা এবং পালনাড়ু প্রকাশম জেলার কয়েকটি জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়টি নেল্লোর এবং বাপাতলার কাছেই উপকূল অতিক্রম করবে বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া বিজ্ঞান দপ্তর।

গত ২৪ ঘণ্টায় নেল্লোর ও তিরুপতি জেলার বেশ কিছু অংশে ২৫ সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে।

ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে বয়ে যাওয়া প্রবল বাতাসের কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, হাজার হাজার বিদ্যুতের খুঁটি উপড়িয়ে পড়েছে।

ফসল কাটার মরসুমের মুখে এসে প্রায় ৯৮ হাজার হেক্টর জমির ধানের ক্ষতি হয়েছে। আরও ৩০ হাজার হেক্টর জমি ফসল কাটার পর ক্ষেতে জলেতে তলিয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধুমাত্র নেল্লোর জেলায় ৯৮টি পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ৬,০০০ মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা ইতিমধ্যে ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকায় পৌঁছিয়েছেন।

কংগ্রেসের হার 'ইন্ডিয়া জোটের' জন্য কত বড় ধাক্কা?

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের পাঁচটি রাজ্যে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থানের ও তেলেঙ্গানার ফলাফল ইতিমধ্যে জানা গিয়েছে। আজ মিজরামের ৪০টি বিধানসভা আসনের ভোট গণনা চলছে। এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, শাসক দল মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ)কে পরাজিত করে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মিজোরামের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন লালডুহোমা। ৪০টি আসনের মধ্যে জেডপিএম জিতেছে ২৭টিতে। ১০ টি আসনে জিতেছে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার দল। এখানেও মুখ থুবড়ে পড়েছে কংগ্রেস। একটি আসনে জিতছে কংগ্রেস আর বিজেপি ২টিতে।

মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে বিজেপি জিতেছে। তারা মধ্যপ্রদেশে সরকার বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে এবং একই সঙ্গে কংগ্রেসকে পরাজিত করে প্রতিবেশী ছত্তিশগড়ে ক্ষমতায় ফিরেও আসতে পেরেছে। অন্যদিকে, তেলেঙ্গানায় জিতে প্রথমবারের মতো সরকার গঠন করতে চলেছে কংগ্রেস।

যদিও রাজস্থানের 'পরিবর্তনের প্রথা' বদলাতে চাওয়া কংগ্রেস সেখানে ব্যর্থ হয়েছে। তারা শুধু সফল হয়েছে তেলেঙ্গানায়। ভারতের এই নতুন রাজ্যে প্রথমবার বিআরএস (সাবেক টিআরএস) ছাড়া অন্য কোনও দল সরকার গঠন করতে চলেছে। এই পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সেমিফাইনাল হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল যেখানে ২৮ টি বিরোধী দল বিজেপিকে জয় এবং ক্ষমতা থেকে অপসারণের উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স (ইন্ডিয়া) নামে একটি জোট গঠন করেছিল।

এই হারের পর 'ইন্ডিয়া জোটে' শরিকদলগুলির মধ্যে অনেকেই কংগ্রেসের নেতৃত্বের বিষয়ে 'সন্দেহ' প্রকাশ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি নিশানা দেগেছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কোনও শরিকদল আবার মনে করছে এই পরাজয় ইন্ডিয়া জোটের উপর প্রভাব ফেলবে না। এদিন বিধানসভায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কংগ্রেসের পরাজয় মানুষের পরাজয় নয়। আমি মনে করি ইন্ডিয়া জোট একসঙ্গে কাজ করবে, জিতবে। তাঁর দল তৃণমূলও ২৮টি দলের মধ্যে একটি যারা 'ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স' অংশ। অন্যদিকে, কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে আগামী ছয়ই ডিসেম্বর দিল্লিতে ভারতের শরিক দলগুলির একটি বৈঠক ডেকেছেন।

ইন্ডিয়া জোটের শেষ বৈঠক হয়েছিল আগস্ট মাসের শেষের দিকে (৩১ আগস্ট -১ সেপ্টেম্বর) মুম্বইতে। সে সময়ে, একাধিকবার আলোচনার পরেও কংগ্রেস হাইকমান্ড সারা দেশে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনার বিষয়ে 'উৎসাহ দেখায়নি' বলেই শরকদলগুলির মধ্যে অনেকে অভিযোগ জানিয়েছিল। এই কারণে আসন ভাগাভাগির কাজ অসমাপ্তই থেকে গেছে।

মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের সঙ্গে সমাজবাদী পার্টির আসন ভাগাভাগির প্রস্তাব দিয়েছিলেন পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। রাজ্যের ২৩০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে তাঁর নিজের দলের জন্য ছয়টি আসন দাবি করেছিলেন তিনি।

কংগ্রেস নেতৃত্ব সেই প্রস্তাবে প্রাথমিক সম্মতি জানালেও পরে তা খারিজ করে। এর জেরে ক্ষুব্ধ অখিলেশ রাজ্যের ৭১টি আসনে তাঁদের প্রার্থীদের দাঁড় করান। একইসঙ্গে নয়টি আসনে অন্যান্য ছোট দলকে তাঁর দল সমর্থন করে।

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর যে বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছে, তার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। নির্বাচনের ফলাফল জোট এবং এর ভবিষ্যতের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

কংগ্রেসের 'ভরাডুবির' ফলে শরিকদলের অনেকে 'ক্ষোভ' উগড়ে দিয়েছে। তারা কংগ্রেসের মনোভাব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। ন্যাশনাল কনফারেন্স এর সহকারী সভাপতি ওমর আবদুল্লা কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন।

তাঁর কথায়, নির্বাচনের সময় কংগ্রেস যা বলেছিল তা ফাঁকা আওয়াজ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি জোটের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগও তোলেন তিনি।

আগামী ছয়ই ডিসেম্বর ইন্ডিয়া জোটের সকলকে নৈশভোজে ডেকেছে। যাক তিনমাস পরে অন্তত ইন্ডিয়া জোটের কথা মনে পড়েছে ওদের। এখন দেখা যাক কী আলোচনা হয়, মি আব্দুল্লা বলেন। একইভাবে, জনতা দলও কংগ্রেসের সমালোচনা করেছে। দলের মুখপাত্র কেসি ত্যাগী বলেছেন, এই নির্বাচনে বিরোধী দল হিসাবে কোনও ইন্ডিয়া জোটের উপস্থিতি ছিলই না।

তিনি বলেছিলেন যে ঐতিহাসিকভাবে এই রাজ্যগুলিতে সমাজতান্ত্রিক দলগুলি ছিল, কিন্তু কংগ্রেস কখনই ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য শরিকদ্রে সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি বা পরামর্শ চায়নি। তিনি আরও বলেন, নির্বাচনী প্রচারের সময় ভোপালে ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের একটি সমাবেশ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু দলীয় নেতৃত্ব এই সমাবেশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

অনদিকে, সাম্প্রতিক এই নির্বাচনী ফলাফলে কংগ্রসের এই হার তৃণমূল কংগ্রেসকে সুযোগ করে দিয়েছে নেতৃত্বের দাবিদার হিসেবে নিজেদের তুলে ধরার। আজ দলের প্রধান ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা অধিবেশনে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। এর আগে, তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ এক্স সমাজমাধ্যমে (সাবেক টুইটার) তিনটি রাজ্যে বিজেপির জয়ের পরিবর্তে কংগ্রেসের 'হার' বলে উল্লেখ করেছেন। 'ওই তিন রাজ্যে বিজেপির জয়ের থেকে বড় হল কংগ্রেসের হার।' যদিও এই ফলাফল ২০২৪ এর আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কোনও প্রভাব ফেলবে না বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

অভিবাসন ঠেকাতে কঠোর ভিসা নীতির পরিকল্পনা করছে যুক্তরাজ্য

লন্ডন ঃ অভিবাসন রোধে ভিসা নীতিকে আরও কঠোর করার পরিকল্পনা করেছে যুক্তরাজ্য। সোমবার দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি পাঁচ দফার একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। গত মাসে যুক্তরাজ্য সরকারের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ২০২২ সালে দেশটিতে ৭ লাখ ৪৫ হাজার মানুষ অভিবাসন গ্রহণ করেছে, যেটি যুক্তরাজ্যের অভিবাসন ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

এর ফলে উদ্বেগ সৃষ্টি হওয়ায় নতুন এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে দেশটির সরকার।

এতে যেসব পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে অভিবাসী দক্ষ কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি।

আগে যেখানে তাদের ন্যূনতম বেতন ছিল ২৬ হাজার ২০০ পাউন্ড, এখন সেটি বাড়িয়ে ৩৮ হাজার ৭০০ পাউন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

আর এই বেতন বৃদ্ধির ফলে গত বছর যে তিন লাখ নতুন অভিবাসী যুক্তরাজ্যে আসার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন, তারা আর আসতে পারবেন না বলে জানাচ্ছেন মিস্টার ক্লেভারলি।

এছাড়া নতুন এই পরিকল্পনায় পারিবারিক ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম আয়ের পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে। ফলে এখন থেকে পারিবারিক ভিসায় যুক্তরাজ্যে যেতে হলে আবেদনকারীর ন্যূনতম আয় থাকতে হবে ৩৮ হাজার ৭০০ পাউন্ড।

সংসদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে দেয়া এক বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাজ্যে অভিবাসনের লাগাম টানা প্রয়োজন।

বছরের পর বছর ধরে দেশটিতে স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা ভিসার অপব্যবহার করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। যথেষ্ট হয়েছে, বলেন মিস্টার ক্লেভারলি।

তিনি আরও বলেন, অভিবাসন নীতি অবশ্যই স্বচ্ছ, ন্যায্য ও টেকসই হতে হবে।

অভিবাসন রোধে সোমবার যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি পাঁচ দফার একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন।

গত মাসে ২০২২ সালের অভিবাসনের তথ্য প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই দেশটিতে অভিবাসন কমিয়ে আনার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ও তার সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির সংসদ সদস্যরা।

দেশটিতে অভিবাসীদের সংখ্যায় এমন বৃদ্ধি মিস্টার সুনাক ও ক্ষমতাসীন দল কনজারভেটিভ পার্টির জন্য একটি বড় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। কারণ তারা ২০১০ সাল থেকেই অভিবাসন কমানোর ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে।

এছাড়া ব্রেক্সিট ভোটের পরেও দলটি যুক্তরাজ্যের সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

তবে ২০১৯ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ না করেই অভিবাসীদের সংখ্যা কমানোর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

তার আগে প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় ডেভিড ক্যামেরন একবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন যে, যুক্তরাজ্যে অভিবাসীর সংখ্যা বছরে এক লাখের নিচে নামিয়ে আনা হবে। ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে অভিবাসন নীতির বিষয়টি যুক্তরাজ্যে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

এ অবস্থায় জনমতকে প্রাধান্য দিয়ে যুক্তরাজ্যে অভিবাসনের সংখ্যা কমানোর জন্য যা করা প্রযোজন তা করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক।

নতুন পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা কর্মীদের পরিবারকে যুক্তরাজ্যে নিয়ে আসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেয়ার কথা বলা হচ্ছে।

এছাড়া যেসব কোম্পানি তাদের বর্তমান বেতন কাঠামোর চেয়ে ২০ শতাংশ কম বেতন দিচ্ছে, তারা যেন অভিবাসী শ্রমিকদের আনতে না পারে, সে ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বলা হচ্ছে।

পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ থেকে যারা যুক্তরাজ্যে পড়তে আসেন, সেই সব শিক্ষার্থীরা যেন ইচ্ছা করলেই তাদের পরিবারের সদস্যদের দেশটিতে আনতে না পারেন, সে ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

এসব পরিবর্তন আগামী বসন্ত থেকে কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

এই নীতির ফলে গত বছরের তুলনায় আগামী বছর অন্তত তিন লাখ কম অভিবাসী আসবে সংসদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন মিস্টার ক্লেভারলি।

নতুন নীতির কারণে যুক্তরাজ্যে পড়তে আসা বিদেশি শিক্ষার্থীরা এখন চাইলেই আর তাদের পরিবারের সদস্যদের আনতে পারবেন না। আর এতেই অভিবাসীদের সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসবে বলে বিশ্বাস করে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

এদিকে, নতুন এই পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়ায় লেবার পার্টির সংসদ সদস্য ইভেট কুপার বলেছেন, সোমবারের ঘোষণা এটি বুঝিয়ে দিয়েছে যে, অভিবাসন ব্যবস্থা ও অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রেই বছরের পর বছর ধরে টোরিরা কীভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তিনি বলেন, অভিবাসীদের সংখ্যায় লাগাম টানা উচিত, অথচ এ বিষয়ে কনজারভেটিভরা আর উল্লেখযোগ্য কোনো টেকসই সংস্কার আনতে পারছে না।

অন্যদিকে, ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়ন ইউনিসনের জেনারেল সেক্রেটারি ক্রিস্টিনা ম্যাকানিয়া নতুন অভিবাসন নীতিকে নিষ্ঠুর বলে অভিহিত করেছেন।

তিনি বলেন, এই পরিকল্পনা যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য ও সামাজিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনবে।

অভিবাসী শ্রমিকদের এখানে আসতে উৎসাহিত করা হয়েছিল, কারণ উভয় সেক্টরেই কর্মীদের যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে। হাসপাতাল ও কেয়ার হোমগুলি এসব অভিবাসী শ্রমিকদের ছাড়া কাজ চালাতে পারবে না, বলেন ক্রিস্টিনা ম্যাকানিয়া।

তবে নতুন এই পরিকল্পনাকে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির অনেক সংসদ সদস্য স্বাগত জানিয়েছেন।

সাবেক মন্ত্রী সাইমন ক্লার্ক একে বাস্তবসম্মত ও বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন।

যদিও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা ব্র্যাভারম্যান মিস্টার ক্লেভারলির নতুন পরিকল্পনায় খুব একটা মুগ্ধ নন বলে জানিয়েছেন।

তারমতে, নতুন এই পরিকল্পনাটি খুব দেরিতে হয়েছে এবং এটাতে আরও অনেক কাজ করা উচিৎ ছিল, যেটা করা হয়নি।

বিশেষত ঃ অভিবাসী কর্মীদের বেতন এবং অভিবাসী শিক্ষার্থীদের লাগাম টানার ক্ষেত্রে অনেক কাজ করার ছিল বলে মনে করেন সাবেক এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।